রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৬ ফাল্গুন – ২২ ফাল্গুন, ১৪২৬ ঃ ২৯ ফেব্রুয়ারি – ৬ মার্চ, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 20, 29 February - 6 March, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী বিজেপির থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার পর

এনসিপি ও কংগ্রেসের সমর্থনে মাত্র কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন শিবসেনা নেতা তথা বাল ঠাকরে তনয় উদ্ধব ঠাকরে। কিছুদিন যাবৎ দুই জোটসঙ্গীর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়েও তুলকালাম হচ্ছে শিবসেনার। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন উদ্ধব ঠাকরে। সঙ্গে ছিল তাঁর পুত্র আকাশ ঠাকরেও। যথারীতি রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা।

রবিবার: জাতীয়তাবাদ নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। ভারত

মাতা কি জয় আর জাতীয়তাবাদকে গুলিয়ে দিচ্ছে গৈরিক শিবির। এ ভাষাতেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

সোমবার: কলকাতা সহ রাজ্যের শতাধিক পুরসভায় নির্বাচনের আগে

বিশেষ বৈঠক হতে চলেছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে, আগামী ২ মার্চ। হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভোট কৌশলি প্রশান্ত কিশোর। এই বৈঠকে শামিল হতে দলের সব কাউন্সিলর, চেয়ারম্যানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকেই পিকে'র মূল্যায়ণসম্বলিত রিপোর্ট পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার: আমেদাবাদের মোতেরায় ঐতিহাসিক সংবর্ধনা

দেওয়া হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। প্রত্যুত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন ট্রাম্প।

বুধবার: দিল্লিতে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে গোষ্ঠী সংঘর্ষের। লাফিয়ে

লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সিএএ নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যে দেশের রাজধানীর এই ঘটনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দেশ জুড়ে। কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার: মাত্র ৩২ বছর বয়সে টেনিস সার্কিটকে টা টা বাই বাই

করে দিলেন টেনিস তারকা মারিয়া শারাপোভা। মারিয়ার এই অকাল হতভম্ব ক্রীড়া মহল।

শুক্রবার: দিল্লিতে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এতে নাম

জড়ালো দিল্লিতে সদ্য ক্ষমতায় ফেরা আম আদমি পার্টির কাউন্সিলর তাহির হুসেনের। আইবি আধিকারিক অঙ্কিত শর্মাকে বীভৎসভাবে খুনের ঘটনাতেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অবশ্য তাহিরকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অবাধে চলছে স্ট্যাম্প পেপারের কালোবাজারি

কোর্টে কোর্টে হয়রানি সাধারণ মানুষের

কুনাল মালিক, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর কোর্ট চত্বরে এখন ৫০ ও ১০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের জন্য মানুষ নাজেহাল হচ্ছেন। সম্প্রতি সরকারি ভেন্ডারে গিয়ে প্রতিবেদকের যে অভিজ্ঞতা হল তাই তুলে ধরছি। সরকারি ভেন্ডারে বসে থাকা লোকজন সকলেই বিরক্তভাবে জানালেন ৫০ ও ১০০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারের সাপ্লাই নেই। কেউ কেউ বললেন, ব্যাঙ্কশাল কিংবা হাইকোর্টে খোঁজ করুন। কিছু কিছু বেসরকারী এজেন্সিকে দেখলাম ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার ১৩ টাকায় বিক্রি করতে। একটি সরকারি ভেন্ডারে গিয়ে আবার অন্য অভিজ্ঞতা হল। ভেন্ডারে বসে থাকা এক মহিলা জানালেন, ৫০ টাকা ও

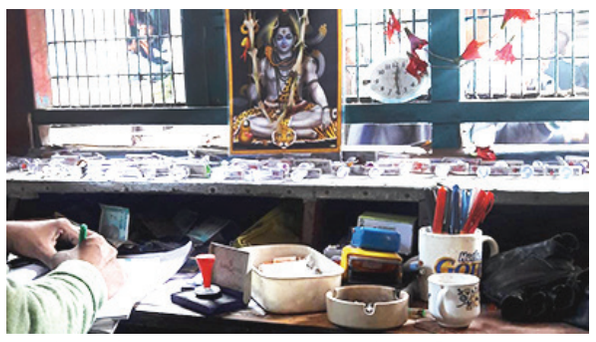

১০০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার পাওয়া যাবে না। যখন ঐখান থেকে বেরিয়ে আসছি তখন ঐ ভেন্ডারেই বসে থাকা পাতলা চেহারার এক যুবক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কটা লাগবে? আমি বললাম, ১০০ টাকার একটা। ঐ যুবক বললেন, ২৫০ টাকা দিতে হবে, তবে উকিলের নামে হবে আপনার নামে হবেনা। আমি বললাম, আপনার নাম কি? বিরক্ত যুবক বললেন, নাম জেনে কী হবে, আমি তো ম্যানেজ করে দিচ্ছি। অত টাকা তো নেই। ঐ যুবক বললেন, তাহলে কেটে পড়ুন।

আলিপুর কোর্ট চত্বরে স্ট্যাম্প পেপারের এই কালো বাজারি রমরমিয়ে চললেও, প্রশাসন নির্বিকার। কোর্ট চত্বরের এক ব্যক্তি জানালেন, কৃত্রিমভাবে স্ট্যাম্প পেপারের এই 'ক্রাইসিস' তৈরি করা হয়। আবার অনেকে একসঙ্গে বেশি করে স্ট্যাম্প পেপার তুলে নিয়ে অবৈধ ভাবে চড়া দামে বিক্রি করে।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথন জানালেন, আমরা তো বিভাগীয় দফতর থেকে স্ট্যাম্প পেপার নিই, অনেক সময় ঐ দফতর ঠিক মতো সাপ্লাই দিতে পারে না। তবে স্ট্যাম্প পেপার নিয়ে কালোবাজারী হবার কথা নয়। আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

শান্তির আর্জি মমতার

প্রবীর চক্রবর্তী: এনপিআর, এনআরসি–র চরম বিরোধিতার মধ্যেও ভুবনেশ্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ভুবনেশ্বরের লোক সেবা ভবনে স্টান জোনাল কাউন্সিলের মিটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক, ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আসার কথা থাকলেও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন। রাজ্যের একাধিক বিষয় নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা কমে যাওয়া থেকে শুরু করেও রাজ্য সরকারের প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বকেয়ার কথা প্রসঙ্গ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন বুলবুল–এর জন্য ক্ষতিপূরণের প্রাপ্য টাকার কথা। সব ক্ষেত্রেই যে বাংলা বঞ্চিত অমিত শাহর কাছে সেই অভিযোগ করেছেন তিনি। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে মমতা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে।নিজে থেকেই মিটিং এর মধ্যে দিল্লি প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন দিল্লির পরিস্থিতি সামলাতে সরকারের যে কোন প্রকারে আইন–শৃঙ্খলা ঠিক করে দিল্লিতে শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মমতা বলেছেন, দেশের কোন এক জায়গায় যদি এরকম অশান্তি চলতে থাকে তাহলে তা দেশের অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাই অবিলম্বে কেন্দ্রীয়

সরকারের উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মিটিং এর মাঝেও দিল্লি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিকে রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস ও বামেরা এই বৈঠক নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে নানা কটাক্ষ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিচারিতায় ভরা। একদিকে অমিত শাহের বিরোধিতা করছেন আবার তাঁর সঙ্গেই বৈঠক করছেন। কার স্বার্থে তিনি এসব করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সোমেনবাবু। বাম পরিষদিয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী দিল্লি দাঙ্গার পর বৈঠকে অমিত শাহকে একটাও কথা না বলাকে তিনি বোঝাপড়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অভিযোগ অমিত শাহরা রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এতটাই ভরসা করেন যে, দাঙ্গার পরে প্রথম পা রাখছেন এ রাজ্যেই। বিজেপি অবশ্য এই বৈঠক নিয়ে তেমন কোনও মন্তব্য করেনি।

নদীপথে চোলাই রুখতে তৎপর হল প্রশাসন

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় 'হাওড়া থেকে বুড়ুল–রায়পুর, অবাধে চোলাই নামছে ঘাটে ঘাটে' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরই বজবজ–২ ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এবং নোদাখালী থানার আইসি অনিন্দ্য বসু তৎপর হয়ে উঠলেন। তার আগে মঙ্গলবার বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, গদাখালী থেকে নৌকায় বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে ঘোরেন, মাঝিদের সঙ্গে কথা বলেন। নৌকার মাঝি মথুর মণ্ডল জানালেন, শাঁখাভাঙা থেকে ভাঁটার সময় নৌকা এসে চোলাই বিক্রি করছে। বুচান বাবু জানান, তিনি বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আপ্তসহায়ক

বিডিওর ঘরে চলছে বৈঠক

সুমিত রায়কেও লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন।

গত বুধবার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস তাঁর চেম্বারে এক জরুরি সভা ডাকেন। যেখানে নোদাখালী থানার আই সি অনিন্দ্য বসু, সভাপতি রীতা মিত্র, সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, নদীতীরবর্তী ডি–রায়পুর, কাশীপুর–আলমপুর, বুড়ুল, গজাপোয়ালীর প্রধানরা, আবগারী দফতরের আধিকারিক উত্তম সরকার সহ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর পাঁচের পাতায়

পুরসভা পরিক্রমা

পানীয় জলের চরম সঙ্কট, নির্বিকার প্রশাসন

কোচবিহার

কিংশুক দত্ত : তীব্র পানীয় জল সংকটে চরম বিপদের মুখোমুখি কোচবিহার শহরের ৮নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত সদর নাগরি হিন্দি বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা। সবটা জেনেও চূড়ান্তভাবে উদাসীন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক সংসদের পাশাপাশি তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভা। গত ২ বছর ধরে এই পানীয় জলের চরম সঙ্কট দেখা দিলেও প্রশাসনিক হেলদোল না থাকার কারণে মাশুল গুণতে হচ্ছে ছাত্র–ছাত্রীদের। পুরসভার এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বুধবার কোচবিহার পুরভবনে পুরসভার পুর প্রধানকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের অভিভাবক অভিভাবিকারা।

কোচবিহার শহরের ব্যস্ততম এলাকা ৮নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই স্কুলটিতে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। জলের ব্যবস্থা বলতে একটিমাত্র চাপা কল, যা কিছুদিন আগে বসানো হয়েছে। কিন্তু সেটিতেও জল থাকে না। যদিও বা জল থাকে, তা পান করার অযোগ্য। আয়রনযুক্ত এই পানীয় জল পান করে মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্র–ছাত্রীরা। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ বারবার পুরসভাকে জানালেও কোনও উদ্যোগ নেই কোচবিহার পুরসভার। এরপর পাঁচের পাতায়

টক টু মেয়রে কাঠগড়ায় অসীমবাবু

কলকাতা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার ভবানীপুর এলাকার ৭০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপির টিকিটে জিতে আসা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধি অসীম কুমার বসু (বাবাই)কে ওয়ার্ডে খুঁজে পাওয়া যায় না। গত ২২ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতা পুরসংস্থার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান মহানাগরিককে এমনই অভিযোগ জানালেন, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলকাতা–২৫ এর বাসিন্দা শোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভন বাবুর অভিযোগ, অসীম বসুকে এই বিষয়টি সম্পর্কে গত প্রায় চার বছর যাবৎ এই বিষয়টি সম্পর্কে বহুবার জানিয়েছি কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। বা কোনও সুরাহাও পাওয়া যায়নি। আমার বাড়ির সামনে একটি জঞ্জাল ফেলার ২৪০ লিটারের প্লাসটিকের বিন রাখা আছে। সেটা আগে আমার বাড়ির সামনে ছিল না। অসীমবাবু পুরপ্রতিনিধি হয়ে আসার বাড়ির সামনে ছিল না। অসীমবাবু পুরপ্রতিনিধি হয়ে আসার কিছু দিন পরে উনি অন্যত্র একটি স্থান থেকে বিনটিকে এনে আমার বাড়ির সামনে বসান। এরপর পাঁচের পাতায়

মাটির নিচ থেকে উদ্ধার চাল, চাঞ্চল্য

জয়নগর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : স্কুলের শিশুদের মিড ডে মিলের চাল স্কুল চত্বরের ভেতরে মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের মনিরতট রায়মণি ইনস্টিটিউশনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এই স্কুলের মিড ডে মিলের ১৬০ বস্তা চাল মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়েছে স্কুল চত্বরে। কিছু অভিভাবক জানতে পেরে এদিন সকালে মাটি খুঁড়ে সেই ১৬০ বস্তা চাল উদ্ধার করে এবং পুলিশ ও বিডিওর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানায়। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আনসার শেখ বলেন, আমরা এদিন সকালে জানতে পারি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনার্দন রায় ১৬০ বস্তা চাল মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। তাই আমরা চাই এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। এই ব্যাপারে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনার্দন রায়ের ফোন সুইচ অফ ছিলো সারাদিন। তাই সহকারী প্রধান শিক্ষক সফিউদ্দিন খান বলেন, ওই খারাপ চালগুলি বহুদিন আমাদের স্কুলের গোডাউনে পড়ে ছিল। আর তাতে ইঁদুর ও সাপের উপদ্রব হচ্ছিল। গোডাউনের পাশে ছাত্র ছাত্রীদের শৌচালয়। তাই আমরা পরিচালন কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে ওই খারাপ চাল গুলো পুঁতে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই। আর সেই মতো অল্প কয়েকটা বস্তা পুকুর পাড়ে পুঁতে দিয়েছি। জয়নগর সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক শান্তি গোপাল বলেন, এ ভাবে চাল নষ্ট করা যায় না। তবে আমি মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্রে আছি। বিস্তারিত জেনে দেখছি। এ ব্যাপারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক পি উলগানাথনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই ঘটনা বিস্তারিত জেনে দেখবেন বলে জানান। তবে এ ব্যাপারে বকুলতলা থানার পুলিশ অভিভাবকদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে। পুঁতে ফেলা চালের নমুনাও পুলিশ সংগ্রহ করেছে। এই ঘটনায় অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

শৌচালয় চাই, কাজে বাধা

শিলিগুড়ি

কুশল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: সুলভ শৌচাগারের দাবীতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মীদের কাজ করতে বাধা দিলো শিলিগুড়ি পুরসভার আট নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানা গিয়েছে, এলাকাবাসীদের বহুদিনের দাবি এলাকায় একটি সুলভ শৌচালয় তৈরি করা হোক। ২০১৮ এর বোর্ড মিটিংয়ে সুলভ শৌচালয় প্রকল্প পাস হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীদের। কিন্তু অভিযোগ, সেই সুলভ শৌচালয় তৈরির কাজ শুরু না করে এখানে পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে পুরনিগম। বাসিন্দাদের দাবি, প্রথমে সুলভ শৌচালয় তৈরি করতে হবে তারপর এই পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ হবে। এই বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর খুশবু মিত্তল জানান, এই এলাকায় প্রথমে একটি শৌচালয়ের দরকার রয়েছে। সেই কারণে এলাকাবাসীরা মিলে পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, ২০১৮ তে বোর্ড মিটিংয়ে শৌচালয় প্রকল্প পাস হওয়ার পর তিনি লিখিতভাবে মেয়রকে অতি শীঘ্রই এই জায়গায় শৌচালয় তৈরি করে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। তাই বিক্ষোভ।

মেরুকরণের ইঙ্গিত

উঃ ২৪ পরগনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী: রাজ্যে আসন্ন পুর নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মোট ২৭টি পুরসভার মধ্যে ১৮টি পুর নির্বাচন সঙ্ঘটিত হবে। কারণ বারাকপুর কমিশনারেট এলাকা বারাকপুর পুরনিগম গঠনের ভিত্তিক তিন থেকে ন'টি পর্যন্ত নামের প্রস্তাব এসেছে। এদের মধ্যে থেকে ঝাড়াই–বাছাই হয়ে প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হবে। অন্যদিকে পি কে অর্থাৎ প্রশান্ত কিশোরের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর নজরদারির জন্যে কিছু লোক ছেড়ে রাখা হয়েছে, বলে শাসক দলেরই একাংশের অভিমত। প্রায় আশি শতাংশ পুরসভাতে ভোটে এগিয়ে ছিল বিজেপি। একারণে মধ্যমগ্রামের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এক একটি আসন পরিকল্পনা হওয়ার কারণে এতদঞ্চলের ৮টি পুরসভার নির্বাচন স্থগিত থাকবে। আসন্ন পুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে জেলা জুড়ে যে অবস্থা, তাতে তৃণমূল বা শাসকদল নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ত। কারণ গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনার ২৭টি পুরসভার মধ্যে এরপর পাঁচের পাতায়

হৃদরোগে সঠিক ওষুধ প্রয়োগে রাজ্যে শুরু সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হার্টের রোগ নিয়মিত বেড়ে চলেছে যা কয়েকদিন পর ভারতকে হার্ট অ্যাটাক ক্যাপিটাল তকমায় ভূষিত করবে। উল্লেখযোগ্য ভারত ইতিমধ্যেই ডায়াবেটিস ক্যাপিটাল তকমা পেয়ে গিয়েছে বলে জানান ডাক্তার অর্ণব মজুমদার। হার্ট অ্যাটাক কেন এতো ছড়াচ্ছে এই নিয়ে চিন্তিত ডাক্তারেরাও। তারা বলছেন, আগে একটা বয়সের পর এই সমস্যা দেখা দিত কিন্তু এখন কোনও বয়সের ধার ধারছে না। তাঁরা আরও বলেন, এই চিকিৎসা করবার জন্য তাঁদের নির্ভর থাকতে হয় ইউএসএ–র তথ্যের উপর। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন কোনও তথ্য সন্ধানই হয়নি। তাই কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার (সিএসআই) পশ্চিমবঙ্গ শাখা এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা ঠিক করেছেন এই তথ্য সন্ধান করবে তারা এক সমীক্ষার মাধ্যমে। তাই পশ্চিমবঙ্গকে ছ'টি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে তারা যেমন, দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে দার্জিলিং এবং কালিম্পং যার জনসংখ্যা ২.১ মিলিয়ন, তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলে রয়েছে জলপাইগুড়ি। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার যার জনসংখ্যা ৬.৭ মিলিয়ন। উত্তরবঙ্গ সমতল অঞ্চলে রয়েছে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ যার জনসংখ্যা ৮.৭ মিলিয়ন। রাঢ় অঞ্চলে পড়ছে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্তমান যার জনসংখ্যা ১৩.৫ মিলিয়ন। পশ্চিম মালভূমি অঞ্চলে পড়ছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জনসংখ্যা হলো ১৮.৬ মিলিয়ন। গঙ্গার ব–দ্বীপ অঞ্চলে পড়ে নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা যার জনসংখ্যা হলো ৪৩.১ মিলিয়ন। বিভিন্ন ক্যাম্পের মাধ্যমে এই সব অঞ্চলে হবে সমীক্ষা। এর মধ্যে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ক্যাম্পগুলিকে শহুরে এবং গ্রাম্য।

এলাকা	শহুরে অঞ্চল	গ্রাম্য অঞ্চল
পার্বত্য দার্জিলিং	১	১
তরাই ডুয়ার্স	১	২
পূর্ববঙ্গ সমতল	১	২
রাঢ়	২	২
পশ্চিম মালভূমি	২	২
গঙ্গা ব–দ্বীপ	৩	৩

চুক্তিপত্র নিয়ে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা। ছবি : উৎপল কুমার রায়

এইসব ক্যাম্পে ১৫০ জন করে বাছাই করে নিয়ে আসা হবে এবং পরীক্ষা হবে হৃদযন্ত্রের এর আগে প্রত্যেকটি অঞ্চলে দরজায় দরজায় গিয়ে সমীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে খাদ্যাভ্যাস, দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং বংশগত এমন রোগের কোনও ইতিহাস আছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নেবেন তথ্য সন্ধানকারীরা। এই সমীক্ষার জন্য সিএসআই নিযুক্ত করেছে জেডএসআই টেকনোলজি নামক সংস্থাকে। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই দুই সংস্থার মধ্যে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর হয় এবং প্রথম খেপের টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় সংস্থার হাতে। এবং ১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে যাবে এই সমীক্ষা। যা ১ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করেন তারা। জেডএসআইয়ের প্রধান মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, তারা পরিসংখ্যান অনুযায়ী কাজ চালাবে এবং যে ১৫০ জনকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে তাদের ডায়াবেটিস, কোলেস্টরল, ট্রাই গ্লিসরাইড ছাড়াও আরও বিভিন্ন পরীক্ষা করা হবে। দুই সংস্থাই জানান, এক বৃহত্তর স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলের জন্যই এমন সমীক্ষা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ বাসীর কাছে তাদের আবেদন সবাই যেন এতে সাহায্য করেন কোনও ভয় না পেয়ে। পুরোটাই ডাক্তারদের এবং এতে অন্য কোনও সমীক্ষার সাথে গুলিয়ে না ফেলার আবেদনও জানান তারা। এছাড়াও যে যে এলাকায় তারা যাবে সেখানকার জেলা শাসকের দেওয়া প্রমাণপত্র থাকবে তথ্য সন্ধানকারীদের কাছে। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ডাক্তার পি এস ব্যানার্জী, ডাঃ পি কে দেব, ডাঃ দেবব্রত রায়, ডাঃ ভবানী প্রসাদ চ্যাটার্জী এবং ডাঃ দিলীপ কুমার দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এমন সমীক্ষার প্রয়োজন। কারণ এই রাজ্যের মানুষের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবন যাপন এক নয়। এরপর পাঁচের পাতায়

কারেকশন কেনার সুযোগ বরাবরের মতোই

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

কিছুদিন আগেও কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছিল। সাড়ে ১২ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছিল,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ফের একবার সাড়ে ১২ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১২,৫০০ হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১২ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো বড় মাপের সংশোধনীর হাত ধরে ২০–২৫ শতাংশ নিচে এসে ৯৮০০–৯৯০০ হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ১০–১২ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ১০ হাজারের কাছে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব মিড ক্যাপ কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই সময়ের কারেকশনে জোড়া ফলার মতো ভূমিকা নিয়েছে করোনা ভাইরাস ও দেশের রাজধানী দিল্লির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি।

নমোর প্রত্যাবর্তনে বাজার যে খুশি তার সংবর্ধনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। এখন শুধু দেশ নয়, বিদেশের পরিসংখ্যানেও চোখ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যপী যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের।

যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই–উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের।

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ১১–১১,৪০০ হবে খুব আকারের সাপোর্ট। তার আগে হয়তো বারবার সাড়ে ১১ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১১,৭০০–১১,৮০০। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে ৫০০ পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক।

যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১১,৪০০–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ ফেব্রুয়ারি – ৬ মার্চ, ২০২০

মেষ : এই সপ্তাহ খুব শুভ এবং আপনি এই সপ্তাহে খুশি হবেন। কোন সদস্যের বিবাহ সম্পর্কিত কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আপনার পরিবারের মধ্যে গৃহীত হবে এবং এটি আপনার পরিবারের সুখ বৃদ্ধি করবে। আপনার বন্ধু বা আত্মীয় আগমনের কারণে আপনার পরিবারের পরিবেশ আরো আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বৃষ : আপনি এই সপ্তাহে মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার সাথে সহকর্মীদের কিছু মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আপনি সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। সকাল বেলা আপনি আর্থিক বা অন্য কোন কারণের জন্য সমস্যা এর সম্মুখীন হবেন।

মিথুন : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম করবেন। আপনি এই সপ্তাহে আর্থিক এবং স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। গ্রাহকদের এবং ব্যবসায়ীদের সাথে আপনার দেখা হবে। সিনিয়র কর্মকর্তারা বা সমাজের সম্মানিত মানুষরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন।

কর্কট : এই সপ্তাহে আপনি সুখী থাকবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। ফলাফল থেকে আপনি খুশি এবং সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনি সেই পরিকল্পনাগুলি শুরু করতে পারেন, যা আপনি অতীতে পরিকল্পনা করেছিলেন।

সিংহ : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। আপনি হতে পারে দুপুরের আগে ভাল ফলাফল পাবেন না, আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। অতএব আপনি সাবধানে ড্রাইভ করবেন এবং দীর্ঘ যাত্রা করবেন না। এই সপ্তাহে আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ব্যয় করা উচিত।

কন্যা : এই সপ্তাহ আপনার সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক, প্রত্যেক বিষয় এর জন্য খুব ভাল। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা হবে দ্রুত সম্পূর্ণ এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

তুলা : এই সপ্তাহ আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য খুব উপকারী। এই সপ্তাহে আপনি শুভ ফলাফল পাবেন। আপনি যদি ব্যবসা করেন, আপনাকে ব্যবসা সম্পর্কিত ট্রিপ এ যেতে হবে। এই যাত্রা আর্থিক লাভ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করবে। নতুন ব্যবসার সংযোগ স্থাপন হবে।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহ আপনার পারিবারিক সুখী পরিবেশ তৈরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটা জন্ম, বিবাহ বা অন্য কোন পারিবারিক জিনিস সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

ধনু : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া বিরোধ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্ক কদর্য হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে এবং আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন।

মকর : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয় এর জন্য খুব শুভ। যদি আপনি কোন সামাজিক পরিষেবাতে যুক্ত থাকেন, আপনি আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আনন্দ উপভোগ করবেন এবং তাদের সঙ্গে ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করবেন।

কুম্ভ : আপনি এই সপ্তাহে স্বাভাবিক আর্থিক সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি সামাজিক পর্যায়ে ব্যস্ত থাকবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে অনেক লোক আপনার সাথে দেখা করতে আসবে। আপনার পরিবার এবং পত্নীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব আন্তরিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ হবে।

মীন : এই সপ্তাহ আপনার জন্য সফল এবং সুখী হবে। আপনি সকালে কিছু ভাল খবর পাবেন। আপনি আপনার কাজের উপযুক্ত ফলাফল পাবেন। আপনার পেশা যদি শিল্প বা সংগীত সম্পর্কিত হয়, আপনি অতীতে সম্পন্ন আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপকারী ফলাফল পাবেন।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্কিওলজি, অ্যানথ্রপলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজি সহ বিভিন্ন শাখায় ২৭ জন কর্মী নেবে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। শুধুমাত্র অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা আবেদন করবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 2/2020.

শূন্যপদের বিবরণ : কনসালট্যান্ট : ১৩টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, ও বি সি ৩)। নিয়োগ হবে আর্কিওলজি, নুমিসম্যাটিক্স অ্যান্ড এপিগ্রাফি, প্রি হিস্ট্রি, অ্যানথ্রপলজি, ফাইন আর্টস, কনজারভেশন, পাবলিকেশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, এস্টাব্লিশমেন্ট, প্রোকিওরমেন্ট, লিগাল ম্যাটার এবং স্টোর্স অ্যান্ড পারচেজ বিভাগে। ইয়ং প্রফেশনাল : ১৪টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। নিয়োগ হবে ইনফর্মেশন টেকনোলজি, লাইব্রেরি, আর্কিওলজি, আর্ট, জে এ টি এ এন, অ্যানথ্রপলজি, এডুকেশন, কনজারভেশন বিভাগে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.indianmuseumkolkata.org প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ১৬ মার্চের মধ্যে পৌছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

আবেদনের যোগ্যতা ও দরখাস্তের পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্যে ২০২১ গ্রামীণ ডাক সেবক

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ২,০২১ জন গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাক বিভাগ। পুরুষ মহিলা উভয়ই আবেদন করতে পারেন। নিয়োগে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেলের বিভিন্ন ডিভিশনে– ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার পদে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর Rectt/R-100/ON-LINE/GDS/CYCLE-II/VOL-I.

মোট শূন্যপদ : ২,০২১টি (সাধারণ ৮৮২, তফসিলি জাতি ৪২৯, তফসিলি উপজাতি ৯৪, ও বি সি ৪০৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৪৪, প্রতিবন্ধী ৬৪)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত মাধ্যমিক পাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসেবে বাংলা (নেপালী ভাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) পড়ে থাকতে হবে। প্রার্থীর কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে এবং কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬০ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। কম্পিউটার সার্টিফিকেট না থাকলেও আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরে অন্যতম বিষয় হিসাবে কম্পিউটার পড়ে থাকতে হবে।

প্রার্থীকে অবশ্যই সাইকেল চালানো জানতে হবে। মোটর সাইকেল চালানো জানলেও চলবে।

বয়স : ১৮–২–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার) পদে নির্বাচিত প্রার্থী যদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা না হয়ে থাকেন, তাহলে, কাজে যোগদানের আগে তাকে সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘর সংলগ্ন গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মর্মে প্রার্থীকে আবেদনের সময়ই একটি ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। অন্য পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘরের ডাক বিতরণের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।

ডাক বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, প্রার্থীর অন্যান্য সূত্র থেকেও উপার্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে বর্তমানে অন্য কোনও সূত্র থেকে উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নির্বাচিত হিসেবে ঘোষিত প্রার্থীদের ১ মাসের মধ্যে, কাজে যোগদানের আগে অন্য সূত্র থেকে উপার্জনের প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

ডাকঘর হিসেবে কাজ চালানোর উপযোগী জায়গায় ব্যবস্থা করতে হবে ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার পদে নির্বাচিত প্রার্থীকেই এবং সে বাবদ খরচও বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টারকে।

গ্রামীণ ডাক সেবক ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে নির্বাচিতদের ১,০০,০০০ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে জমা রাখতে হবে।

ডাক সেবকদের এমন কোনও এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না যার কাজকর্ম ডাক বিভাগের কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রার্থী বাছাই হবে মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি মেধা তালিকা অনুসারে। মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়েই পাশ নম্বর থাকতে হবে। একাধিক প্রার্থীর একই নম্বর থাকলে বয়সের নিরিখে (উচ্চতর বয়সের প্রার্থীরা অগ্রগণ্য) মেধা তালিকা তৈরি হবে।

ডাক সেবকরা তাদের কাজের বিনিময়ে অ্যালাওয়েন্স পাবেন। পদ অনুসারে অ্যালাওয়েন্সের প্রমাণ : ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার : ১২০০০ – ১৪,৫০০ টাকা, অ্যাসিস্ট্যান্ড ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার / গ্রামীণ ডাক সেবক : ১০,০০০ – ১২,০০০ টাকা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে ১৮ মার্চের মধ্যে। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রথমে নাম রেজিস্টার করতে হবে এই দুই ওয়েবসাইটে কোনও একটির মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in. http://appost.in/gdsonline রেজিস্টার করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন।

ফি বাবদ সাধারণ, ও বি সি এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর ক্যাটেগরির পুরুষ প্রার্থীদের ১০০ টাকা জমা দিতে হবে নিকটবর্তী কোনও পোস্ট অফিসে। নির্দিষ্ট পোস্ট অফিসগুলির তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in দরখাস্তে পছন্দের ক্রমানুসারে পদের নাম উল্লেখ করা যাবে।

দরখাস্তে এইসব নথিপত্র জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে : (১) মাধ্যমিকের মার্কশিট বা সার্টিফিকেট এবং জন্মতারিখ প্রমাণপত্র। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (২) কম্পিউটার সার্টিফিকেট (থাকলে)। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবির মধ্যে। (৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেট। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (৪) ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) (৫) সই (২০০ × ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) (৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (২০০ কেবি সাইজের মধ্যে।

নির্বাচিত হলে প্রার্থী ডাক বিভাগ থেকে এস এম এস ও ই–মেল পাবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য এবং অঞ্চল অনুসারে শূন্যপদের তালিকা দেখা যাবে উপরোক্ত দুই ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারে ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের এই হেল্প ডেস্ক নম্বরে ০৩৩–২২১২–০৫৭৮। তথ্যের জন্য মেল করতে পারেন এই ই–মেল অ্যাড্রেসেও : wbgdscy12@gmail.com

শব্দবার্তা ১৬৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। এ করে সময় কাটানো মানে কোনওক্রমে কালক্ষেপ ৫। ক্ষতি, সর্বনাশ ৬। রাজস্ব ৯। পদ্ম ১০। গৃহ, বাসস্থান ১১। প্রকৃত তথ্য বা সত্য নির্ণয়কারী।

উপর–নীচ

১। পান খেলে ঠোঁটে যে লাল রং লাগে ২। অন্য নাম ৩। জ্যামিতি ৪। সূর্য, ভানু ৭। স্বীকৃতিপত্র ৯। যোদ্ধা, সৈনিক ১০। স্বর্ণ ৮। যাতে বল বা শক্তি পাওয়া যায়।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬৮

পাশাপাশি : ১। ঠাকুরদালান ৫। বন্দেজ ৬। অত্র ৭। বলাকা ৮। অবজ্ঞা ৯। পক ১১। কসবা ১২। সময়সারণি।

উপর–নীচ : ১। ঠাহর ২। দানপত্র ৩। নবযুবক ৪। রাজটিকা ৬। অজ্ঞাতবাস ৮। অনুকল্প ৯। পরিণয় ১০। তরণি

রামকৃষ্ণ মিশনে নিখরচায় চাকরির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখরচায় কর্পোরেট দুনিয়ায় চাকরির উপযোগী প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মা সারদা স্বনির্ভর কেন্দ্র (রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার)। কথ্য ইংরেজি ও কম্পিউটার শিক্ষা সহ প্রশিক্ষণের সময়সীমা ৫০ দিন। কেবলমাত্র ২০১৮ এবং তারপরে স্নাতক ডিগ্রি পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রশিক্ষণ শেষে যাতায়াতের খরচ পাওয়ার সুযোগ আছে। চাকরির ব্যাপারেও প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা করা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : মা সারদা স্বনির্ভর কেন্দ্র, রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, কলকাতা – ৭০০ ০০২। ফোন : ২৯৮৫ ০২২৯, ৯০৭৩৮ ২৬৮৪৭। যোগাযোগের সময় সোম থেকে শুক্র, বেলা সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট : www.rk-mswanirvar.org

ট্রেনিং দিয়ে যান্ত্রিক নিয়োগ ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনিং দিয়ে কিছু যান্ত্রিক নিয়োগ করবে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। শুধুমাত্র ছেলেরা আবেদন করতে পারবেন। ট্রেনিং হবে ০২/২০২০ ব্যাচে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২০২০–র অগস্টে। প্রার্থী বাছাসয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

মোট শূন্যপদ ৩৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে আ ইন্ডিয়া অব কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ৬০ শতাংশ নম্বর সহ ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন (রেডিও/পাওয়ার) ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। তফসিলি জাতিভুক্ত প্রার্থী এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা নম্বরের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা অন্তত ১৫৭ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। পার্বত্য এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই। দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া ৬/২৪ এবং চশমা সহ ভালো ও খারাপ চোখে যথাক্রমে ৬/৯ এবং ৬/১২ হতে হবে। স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতা থাকা চাই।

প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি থাকলে চলবে না।

বয়স : ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১–৮–১৯৯৮ থেকে ৩১–৭–২০০২–এর মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ও বি সি–রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য ডাকা হবে। পরীক্ষার ই–অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ৯ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiancostguard.gov.in পশ্চিমবঙ্গের লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়, ইংরেজি, জেনারেল নলেজ, রিজনিং এবং অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০ টি স্কোয়াট আপ (ওঠ বোস) এবং ১০টি পুশ আপ। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া চলবে ২–৩ দিন ধরে।

ট্রেনিং শুরু হবে অগস্টে আই এন এস চিলকায়। প্রথমে বেসিক ট্রেনিং হবে। তার পর সি ট্রেনিং ও প্রফেশনাল ট্রেনিং হবে। প্রশিক্ষণে সফল হলে নিয়োগ হবে যান্ত্রিক পদে।

মূল বেতন ২৯,২০০ টাকা। সঙ্গে যান্ত্রিক পে ৬,২০০ টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। ধাপে ধাপে প্রধান সহায়ক ইঞ্জিনিয়ার র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে। তখন মূল বেতন ৪৭,০০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে উপকূলরক্ষী বাহিনীর এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiancost-guard.gov.in প্রার্থী চালু ই মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৬ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত।

যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে 'Submit' করুন। সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। নম্বরটি লিখে রাখুন। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের সময় প্রয়োজন হবে। পূরণ করা দরখাস্তের দু'কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না।

পরীক্ষাকেন্দ্রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন : * দরখাস্তের দু'কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট। * অ্যাডমিট কার্ডের তিন কপি প্রিন্ট আউট। প্রতিটির নির্দিষ্ট স্থানে নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে সম্প্রতি তোলা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো সেঁটে দেবেন। এক মাসের বেশি পুরনো ফটো চলবে না। * ১০টি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো। অবশ্যই নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি তোলাতে হবে। * মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * পাসপোর্ট, আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্কুলের পরিচয়পত্র বা সমতুল কোনও সচিত্র পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

উপরোক্ত যাবতীয় নথিপত্রের মূল কপিও সঙ্গে রাখবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যাচেলর অব সায়েন্স (রিসার্চ) প্রোগ্রামে ভর্তি নেবে ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। সফলভাবে কোর্স শেষ করার পর এই প্রতিষ্ঠানে আর ১ বছর পড়াশোনা করে মাস্টার অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সুযোগও রয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে পাস নম্বর) ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স সহ উচ্চমাধ্যমিক। চতুর্থ বিষয় হিসেবে বায়োলজি বা স্ট্যাটিটিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে থাকতে হবে।

সেইসঙ্গে কিশোর বৈজ্ঞানিক প্রোৎসাহন যোজনা ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত হবে হবে অথবা আই আই টি – জে ই ই মেন বা অ্যাডভান্সড অথবা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি – কাম – এন্ট্রান্স টেস্ট – ইউ জি পরীক্ষায় অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ, আর্থিকভাবে অনগ্রসর এবং ও বি সিদের ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি, আর্থিকভাবে অনগ্রসর এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iisc.ac.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখেবেন।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা)। ফি দেওয়া যাবে নেট ব্যাঙ্কিং, ভিসা বা মাস্টার কার্ড, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ম্যাথমেটিক্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যাথমেটিক্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ক্লাস হবে বেলুড়ের প্রধান ক্যাম্পাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্সে বি এসসি অনার্স অথবা বি স্ট্যাট বা বি ম্যাথ অথাব বি ই বা বি টেক। সব ক্ষেত্রেই মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য।

কোর্স ফি : সেমেস্টার প্রতি ৭,১৫০ টাকা। অ্যাডমিশন ফি ১৪,২৫০ টাক। এর মধ্যে ফেরতযোগ্য কশান মানি বাবদ দিতে হবে ২,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ১০ এপ্রিল, দুপুর ২টো থেকে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.rkmvu.ac.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল। আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো এবং মার্কশিট আপলোড করতে হবে। ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৩০০ টাকা।

অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্র এবং ফি দিয়ে পাওয়া ই রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে। নিজের কাছে রেখে দেবেন। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজ লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

প্রেমের পরিণতি, আত্মঘাতী যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দীর্ঘদিন দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করার পর প্রেমিক বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় হাতে সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবতী। মৃতের নাম পূর্ণিমা চক্রবর্তী(২৩)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দীঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পূর্ণিমা চক্রবর্তী স্থানীয় বঙ্কিম সরদার কলেজের কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌখালি গ্রামে দিদির বাড়িতে যাতায়াত করে পূর্ণিমা। সেখানে গিয়ে জামাইবাবু সঞ্জয় ঘোষালের বড় ভাই সুকুমার ঘোষালের স্ত্রীর ভাই বিষ্ণুপদ পানীগ্রাহীর সাথে আলাপ হয়। বিষ্ণুপদ পানিগ্রাহীর বাড়ি বাসন্তী থানার হাড়ভাঙী গ্রামে। সেই আলাপ থেকেই দুজনের প্রেমপর্ব শুরু। এমনটাই চলে প্রায় দুবছর। ইদানিং বিয়ে করতে অস্বীকার করে বিষ্ণুপদ। আর সেই অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় এই যুবতী। মৃতের পরিবারের অভিযোগ বিষ্ণুপদ পূর্ণিমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নানান অছিলায় বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে একাধিকবার। ইদানিং বিয়ে করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে পূর্ণিমা। বিষ্ণুপদ বিয়ে না করা আর্জি জানিয়ে বেঁকে বসে। গত রবিবার জামাইবাবু সঞ্জয় ঘোষালের বাড়ি দুজনেই আবার হাজির হয়। সেখানে পূর্ণিমা ও বিষ্ণুপদর মধ্যে চূড়ান্ত বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। সেই মুহূর্তে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্রী। এরপর সঞ্জয় ঘোষাল তার স্ত্রীর বোন পূর্ণিমাকে কোড়াকাঠী গ্রামের বাড়িতে দিয়ে আসে। সোমবার দুপুরে পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে গলায় ফাঁস দেয় পূর্ণিমা। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তবে এই মৃত্যুর জন্য প্রেমিক বিষ্ণুপদ পানিগ্রাহী ও তার ভাই জড়িত বলে মৃত্যুর আগে তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্রী তার বাম হাতে লিখে রেখে গেছে। মৃতের পরিবার বিষ্ণুপদ পানিগ্রাহীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ক্যানিং থানায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে মেধাবী এই ছাত্রীর অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বকুলতলা থানার উত্তর মোল্লাপাড়া এলাকায়। ধৃতের নাম জিয়ারুল রহমান মোল্লা ওরফে ননী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গোপন সূত্রে খবর পায় বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। স্থানীয় উত্তর মোল্লাপাড়া ননী ওরফে জিয়ারুলের বাড়িতে বেআইনি অস্ত্র রয়েছে। সেই মতো বকুলতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। উদ্ধার হয় একটি বন্দুক ও দুটি তাজা কার্তুজ। পাশাপাশি পুলিশ জিয়ারুলকে গ্রেফতার করে। জিয়ারুল কোথা থেকে এই সব আগ্নেয়াস্ত্র এনেছে এবং আর কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে জিয়ারুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ।

লোকসানের অজুহাতে বন্ধ হচ্ছে বাস

মলয় সুর, হুগলি : চুঁচুড়া থেকে শ্রীরামপুরগামী ২ নম্বর রুটের বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরসহ আশপাশ শহরের আপামর বাসিন্দাদের ক্ষোভ চরমে উঠেছে। ২ নম্বর রুটের বাসগুলি চুঁচুড়া বাস স্ট্যান্ড চত্বর থেকে ছেড়ে শ্রীরামপুর হয়ে রিষড়া স্টেশন পর্যন্ত যায়। আগে দূরত্ব বেড়ে বাঘখাল পর্যন্ত চালু ছিল। প্রায় ৭০ বছরের পুরনো ২ নম্বর রুটের বাস সার্ভিস। এক সময় এই রুটে সংখ্যায় ৮০টি বাস নিয়মিত চুঁচুড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ১০ মিনিট অন্তর যাতায়াত করত। বর্তমানে মাত্র ১৪টি বাস রুটে যাতায়াত করছে। তাও আবার অনিয়মিত, এখন পঁচিশ মিনিট অন্তর চলছে। একসময় ডবলগেটের বাস (বাংলা বাস) এই রুটে চলত। ২০০২ সালে সেই বাস উঠে যায়। এখন আগের মিনিবাস টাইপের গুলোই ২ নম্বর হয়ে রুটে চলছে। বেসরকারি এই বাস নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়া কোথাও থামত না। ফলে যানজট বা বৈদ্যবাটি এবং শেওড়াফুলি রেলগেটে গেট পড়লেও বাসগুলি বেশিক্ষণ সময়ও নিত না। এই ২ নম্বর বাস গুলি রুটে চলতে থাকায় দূরে কম ভাড়ায় যাত্রীদের অনেক সুবিধা হয়। এখন তিনবার অটো পালটে খরচা বেশি

দিয়ে চুঁচুড়া পৌঁছাতে হয়। যেমন চুঁচুড়া ছাড়াও চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটী, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুরের নিত্য বাস যাত্রীদের এমনকি অন্যান্য শহরের বাসিন্দারা যারা মাঝে মধ্যে কলকাতায় যান তাদের ক্ষেত্রে এই রুটের বাসটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রসঙ্গত চুঁচুড়া–শ্ররিমপুর ২ নম্বর লং রুটে বেসরকারি বাসগুলি দীর্ঘদিন চালু থাকার জন্য রুটের যাত্রীরা বেশি পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে সিটু ইউনিয়নের সদস্য রবীন বিশ্বাস বলেন, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কোনও ইউনিয়ন নেই। রাজ্য সরকারের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তকে এই বিষয়ে বহুবার বলা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার এই বিষয়ে জানেন। প্রতিটি পদক্ষেপ মন্ত্রী আমলাদের গোচরে রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। তৎকালীন বাম আমলে সিটু পরিচালিত ইউনিয়নের অনেক সুবিধা ছিল তাঁদের কাছে পুরো ব্যাপারটা নিয়মিত পরিষ্কার থাকতো। সিপিএমের স্বয়ং প্রয়াত পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী রুটের খুঁটিনাটি ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতেন। ক'বছর ধরে হঠাৎ করেই রুট থেকে বেশ কতকগুলি বাস তুলে নেওয়া হয়। আগামী ২০২১ সালে এই বাসগুলি রুটে বন্ধ হয়ে যাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তখন আপামর শহরবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়বেন। এ ব্যাপারে বাস মালিক স্বপন বিশ্বাস (তরুণ) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, বছরে ইন্সিওরেন্স লাইসেন্স ৫০ হাজার টাকা লাগছে। এছাড়া বছরে ফিটনেস রুট পারমিট ৭০ হাজার টাকা, দৈনিক বাস মালিককে ৭০০ টাকা গড়ে ভরতুকি দিতে হয়। অন্যদিকে গাড়ির বডি, টায়ার, সিন্ডিকেট খরচা গাড়ি পিছু এক হাজার টাকা দিতে হয়। এরমধ্যে বাসের টিকিট পিছু কমিশন ভিত্তিক ড্রাইভার বেতন পান ১০ হাজার টাকা, কনট্রাকটর ৮ হাজার টাকা। এজন্য অনেক বাস মালিকই বাস বিক্রি করে দিয়েছেন। এদিকে বছর কয়েকের মধ্যে চুঁচুড়া থেকে শ্রীরামপুর মধ্যে জিটি রোডে প্রচুর অটো, টোটো চালু হয়েছে। যাত্রীরা অটো বা টোটোতেই যাতায়াত বেশি করছেন। তাই জিটি রোডে বাসের কোনও যাত্রীই পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে লোকসান হচ্ছিল। আর সকালের দিকে প্রথম বাসটি চুঁচুড়া স্ট্যান্ড থেকে ছাড়া হলে একেবারে যাত্রীই হচ্ছিল না। ডিজেলের দাম বেড়ে চলেছে। ফলে লোকসান হচ্ছিল। লোকসানের চাপ সামলাতে না পেরেই রুট থেকে বাস উঠে যাচ্ছে। তবে ব্যাপারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইতিমধ্যেই অনেক বাস কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছে। আবার অনেকেই রুটি রুজির টানে স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। তাই যতদিন যাচ্ছে, অবস্থা ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে।

উত্তপ্ত বাসন্তী, পুড়ল টোটো ও অটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাসন্তী। গভীর রাতের অন্ধকারে আগুনে পুড়ল দুটি গাড়ি। আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একটি টোটো ও একটি অটো গাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে বাসন্তী ব্লকের খেড়িয়া বিহারী মোড়ে। আর এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি বাসন্তী ব্লকে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল ও প্রকাশ্যে চলে এসেছে। একে অপরকে দোষারোপ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এলাকার দুই যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী জহির সেখ ও জরুল পিয়াদা পেশায় টোটো ও অটো গাড়ির চালক। অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সারাদিন টোটো অটো চালিয়ে রাতে গাড়ি দুটি বাড়ির একটি গ্যারেজে রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত প্রায়

একটা নাগাদ আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পান দুটি গাড়ি এবং একটি ঘর দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে। মুহূর্তে পরিবারে অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীরা দৌড় আসেন। আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন নেভাতে পারলেও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারেনি। দুটি গাড়ি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী এলাকার মূল তৃণমূল কর্মীরা। এমনটাই অভিযোগ যুব তৃণমূল কর্মী জহির সেখ ও জরুল পিয়াদার। ইতি মধ্যে বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। জহির সেখ ও জরুল পিয়াদা বলেন, আমরা যুব তৃণমূল করি। সেই অপরাধে এলাকায় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কে নির্মূল করার চক্রান্ত করে রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে মেরে দেওয়ার জন্য এই অগ্নিসংযোগ করেছে এলাকার মূল তৃণমূল দুষ্কৃতীরা।

যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, রাতের অন্ধকারে কিভাবে আগুন লেগেছে জানা নেই। তবে এমন ধরনের কাজ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা করে না। রাজনৈতিক রঙ লাগানোর উদ্দেশ্যে দোষারোপ করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে।

মারের পরিবর্তে পাল্টা মার : হরিকৃষ্ণ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: মারের পরিবর্তে পাল্টা মার দেওয়ার দাওয়াই দিলেন বিজেপি পূর্ব জেলার সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্ত। তৃণমূল কর্মীর মারে গুরুতর জখম হয় একাধিক দলীয় কর্মী। সেই সমস্ত গুরুতর জখম কর্মীরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার বিকালে দলীয় কর্মীদের কে দেখতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসেন বিজেপির পূর্ব জেলার সভাপতি।আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের কে দেখতে এসেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শাসক দল কে আক্রমণ করলেন বিজেপি এই জেলা সভাপতি।তিনি দলীয় কর্মীদের কে নির্দেশ দেন সময় এসেছে। বসে থাকলে চলবে না। শাসক দলের লোকজন যদি জোর পূর্বক আক্রমণ করে মারধোর করে,তাহলে আমাদের কে সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত হানতে হবে। মারে বদলে পাল্টা মার দিলে ব্যাকফুটে পালাতে সময় নেবে না রাজ্যের এই শাসক দল।এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্তের সাথে অন্যান্য বিশিষ্ট বিজেপি নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর দত্তমজুমদার,জেলা সাধারণ সম্পাদিকা মামনী দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা সম্পাদক সঞ্জয় নায়েক ,অসিত মন্ডল,রমেন মন্ডল,মনোজি মন্ডল সহ ক্যানিং ১ মন্ডল সমিতির সভাপতি দেবু নস্কর প্রমূখ।

উল্লেখ্য গত ২২ ফেব্রুয়ারী গোসাবা ব্লকের বিজেপি নেত্রী সুলেখা সামন্তের বাড়িতে মন্ডল কমিটির মিটিং চলছিল। অভিযোগ সেই সময় একদল তৃণমূল দুষ্কৃতী লাঠি,রড দিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক মারধোর করে । গুরুতর জখম বিজেপি কর্মীরা প্রাণ ভয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছন্নছাড়া হয়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দলীয় কর্মীদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই সমস্ত জখম কর্মীদের মধ্যে নিরঞ্জন মিস্ত্রী নামে এক বিজেপি কর্মী সমর্থক গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে জখম দলীয় কর্মী কে দেখতে এসেই বিজেপির পূর্ব জেলার সভাপতি মন্তব্য করেন, মারের বদলে পাল্টা মার। আর খোদ সভাপতির মুখে এমন আক্রমণাত্মক কথা শুনে দলীয় কর্মী সমর্থকরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: আবার বড় ধরনের সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ ঝড়খালি উপকুল থানার পুলিশ ও বারুইপুর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের পুলিশ কর্মীরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ডাকাতির আগেই চারজন ডাকাত কে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করলো পুলিশ। সুত্রের খবর মঙ্গলবার রাতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ঝড়খালি বাজার ঘাট এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র সহ সাতজন ডাকাত জড়ো হয়। আর গোপন সুত্রে এমন খবর পেয়ে যায় বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের ওসি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের ওসি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বারুইপুর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের পুলিশ ও ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালায় ঝড়খালি বাজার ঘাট এলাকায়।গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৪ দুষ্কৃতী সহ বিশাল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।যদিও রাতের অন্ধকারে তিনজন ডাকাত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। ধৃত ডাকাতরা হল সালাম সরদার,আমিরুল সরদার, মোবারক ওস্তাগার,মোহম্মদ আব্দুলা সরদার ওরফে আমিন। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি লং পাইপগান,দুটি ওয়ান শাটার পাইপগান ও ১০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ।পাশাপাশি পালিয়ে যাওয়া অন্যান্য ডাকাতদের ধরার জন্য এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরের আঙিনায়

দুর্নীতির অভিযোগে অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্যতম বড় ওয়ার্ডের মধ্যে ৪১ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রবি রায় বিগত ৫ বছরে কিছুই করতে পারেননি বলে অভিযোগ এলাবাসীর। এদিন সকাল থেকে কাউন্সিলর অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এবং এলাকার রাস্তা, নালা সহ নাগরিক পরিষেবার দাবি তোলেন। স্থানীয় বাসিন্দা রতন দেবনাথ বলেন, গোটা রাজ্যজুড়েই উন্নয়ন হচ্ছে। সেখানে শুধুমাত্র আমাদের ওয়ার্ডটি বঞ্চিত হচ্ছে। এবিষয়ে বারবার কাউন্সিলরের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই আজ কাউন্সিলরকে ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তারা।

কাটল না জোটের জট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: আলোচনায় বসেও জোটের জট কাটলো না। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পরেও শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আসন সমঝোতা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গেল। সোমবার রাতে আসন্ন শিলিগুড়ি পুর নির্বাচনের আসন সমঝোতা নিয়ে বৈঠকে বসেছিল বাম এবং কংগ্রেস। শিলিগুড়ি পুরনিগমের আসন সমঝোতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে বসে দুই শিবির। কিন্তু এদিনের বৈঠকেও জট অব্যাহত রয়েছে। বেশ কিছু ওয়ার্ড নিয়ে এদিনের বৈঠকেও ওই দুই শিবিরে দড়ি টানাটানি চলেছে। তবে আসন সমঝোতা বেশিরভাগ জট কেটে গিয়েছে এবং নির্বাচন ঘোষণা হলে সব ওয়ার্ডেই প্রার্থী দিতে প্রস্তুত জোট শিবির বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

রক্ত সঙ্কট, সমস্যায় রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে দেখা দিয়েছে রক্তের সঙ্কট। ফলে সমস্যায় রোগীরা,অবস্থা এমন জায়গাতে পৌঁছিয়েছে যে বাইরে থেকে রক্তের ব্যাবস্থা করতে হচ্ছে তাদের। রক্ত বিভাগ কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, পর্যাপ্ত রক্ত না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন মানুষ। এই সমস্যা সমাধানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে বিভিন্ন মহলে জানানো হয়েছে। রক্ত বিভাগের ডিরেক্টর ডঃ মৃদুময় দাস জানান, গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে রোগীরা এখানে আসেন।রোগীদের পরিষেবা দিতে ডাক্তাররা অতিরিক্ত ব্লাড ইউনিট লিখে দিতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে মাসে প্রায় আড়াই হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ৮০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।এই কারণেই পর্যাপ্ত রক্তের জোগান দিতে পারছেন না।

অপহরণের চেষ্টা, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: এক যুবককে অপহরণের চেষ্টায় গ্রেপ্তার এক। কাজ দেওয়ার নাম করে বিহারে নিয়ে গিয়ে অপহরণ। লক্ষাধিক টাকা মুক্তিপণ দাবি, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ রবিবার রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বিহারের মধুবনি জেলায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ যাদব কে গ্রেপ্তার করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রধান নগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী অপহৃত রাজেশ প্রসাদ কেও উদ্ধার করে শিলিগুড়ি নিয়ে আসে। অভিযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ যাদবকে সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। গত কুড়ি ফেব্রুয়ারি রাজেশ প্রসাদ যাদব কে বিহারে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করে অভিযুক্ত গঙ্গা প্রসাদ যাদব বলে প্রধান নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজেশ প্রসাদ যাদবের বাড়ির লোকজন। প্রধান নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে কাজে যাওয়ার নাম করে রাজেশকে বিহারে ডাকে অভিযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ এবং তারপর তাকে আটকে রেখে তার বাড়ির লোকজনের কাছে মুক্তিপণ দাবি করে গঙ্গাপ্রসাদ যাদব। এরপর বাড়ির লোকজন প্রধান নগর থানার পুলিশের শরণাপন্ন হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে অবশেষে অপহৃতকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

পুলকার নিয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: পুলকার নিয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে কোচবিহার আঞ্চলিক পরিবহন দপ্তর অভিযানে নামল। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরে অভিযান চালিয়ে চারটি পুলকার বাজেয়াপ্ত করে দপ্তরের আধিকারিকরা। এর মধ্যে একটি কোচবিহার পুরসভা পরিচালিত স্কুলের পুলকারও রয়েছে। অন্যগুলি প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুলকার।ট্যাক্স সম্পর্কিত সমস্যা ছাড়াও পারমিট ও গাড়ির ফিটনেস না থাকায় ওই গাড়ি গুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানান আঞ্চলিক পরিবহণ দফতরের কোচবিহার জেলা আধিকারিক আশুতোষ রায়।

সম্প্রতি কলকাতায় পুলকার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ বছরের শিশুর। তবু এখনো পুলকার নিয়ে সতর্ক হয়নি প্রশাসন। এরপর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকারের মোটর ভিকেলস দপ্তর। সূত্রে খবর এদিন প্রায় তিনটি গাড়ি আটক করেছে কোচবিহার জেলা মোটর ভিকেলস দপ্তর। এদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয় তাদের পক্ষ থেকে। এই অভিযান লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছেন তারা।

আঞ্চলিক পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল বাস মিলে কোচবিহারে প্রায় ৭০টি গাড়ি রয়েছে যেগুলোতে পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। সমস্ত গাড়ি যাতে সরকারি নিয়ম মেনে রাস্তায় চলাচল করে সেজন্য বারবার সচেতন করা হলেও বেশ কিছু গাড়ি নিয়ম মানছে না বলে অভিযোগ। নিয়ম বহির্ভূত স্কুল গাড়ি ঠেকাতে আঞ্চলিক পরিবহন দপ্তরের তরফে দুটি দল গঠন করে অভিযানে নামা হয়েছে। এক একটি দলে রয়েছে ৫ জন করে সদস্য। এই টিম গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছেন। পারমিট, ট্যাক্স এবং স্কুল বাসের নিয়ম না মানার জন্যই এদিন গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানান দপ্তরের আধিকারিক আশুতোষ বাবু। লাগাতার এই অভিযান চলবে বলে তিনি জানান।

বর্ডার এরিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সম্বন্ধীয় এক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে বর্ডার এরিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সম্বন্ধীয় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, অতিরিক্ত জেলা শাসক সঞ্জয় তাঁতি, কোচবিহার সেক্টর বিএসএফের ডিআইজি ভি কে সিং সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিএসএফের গোহাটি ফ্রন্টিয়ারের আধিকারিকরা। কোচবিহার শহরের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা মূলত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিএসএফের হাতে কারণ কোচবিহারের সীমান্তে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে রয়েছে। এমত অবস্থায় সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামবাসীদের উন্নতির স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। মূলত রাস্তাঘাট শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং বিনোদনের জন্য এক বিশেষ ভবনও থাকে তার মধ্যে। গ্রামবাসীদের এই সমস্ত উন্নতি প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই আজকের এই বৈঠক।

এ প্রসঙ্গে বিএসএফ কোচবিহার সেক্টরের ডিআইজি ভি কে সিং বলেন, বিএসএফের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামে গ্রামবাসীদের উন্নতির স্বার্থে রাস্তাঘাট ও কমিটি হল এর জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকার ৬ থেকে ৭ টি প্রকল্প তারা জেলা শাসকের কাছে তুলে দেবেন। মূলত রুটি–রুজির অভাবে সীমান্তবর্তী গ্রামে প্রায়শই বিভিন্ন অসামাজিক কাজ কর্মে জড়িত হয়ে পড়ে এলাকার সাধারণ মানুষেরা। কোন অবস্থাতেই যাতে তারা অসামাজিক কাজ কর্মের সাথে যুক্ত না হতে পারে সেই লক্ষ্যে বিএসএফ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। আর তার সাথে গ্রামবাসীদের জীবনযাপনকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্যই এই প্রকল্প গুলি গ্রহণ করে অতি দ্রুত তা রূপায়ণ করার লক্ষ্যে আজকের বৈঠকে আলোচনা হয়। খুব দ্রুত এই প্রকল্প গুলি তারা জেলা শাসকের হাতে তুলে দেবেন বলে জানান ডিআইজি ভি কে সিং। এই প্রসঙ্গে জেলাশাসক পবন কাদিয়াল জানান,গ্রামবাসীদের উন্নয়নের স্বার্থে স্বাস্থ্য শিক্ষা রাস্তাঘাট বাবত যে প্রকল্প বিএসএফ সহ অন্যান্য দপ্তর তৈরি করবে তা আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলা শাসক দপ্তরে জমা করতে হবে।

কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মুখোমুখি ভূষণ সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার রাতে কোচবিহার শহরের ১ নং ওয়ার্ডে কর্মীদের সাথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মুখোমুখি হলেন পুরপতি ভূষণ সিং। দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার পুরসভার অন্তর্গত এক নম্বর ওয়ার্ডটি বিরোধীদের দখলে রয়েছে। বারবার চেষ্টা করেও শাসক দল এই আসনে জয়লাভ করতে পারেনি।

পাশাপাশি কোচবিহার এক নম্বরের মন্টুদাস পল্লীর রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এলাকাবাসী। বারংবার স্থানীয় কমিশনার কে জানিয়েও লাভ হয়নি। মেলেনি সুরাহা। এমত অবস্থায় সোমবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সভায় খবর দেন এলাকাবাসী। পুরপতি উপস্থিত থেকে এলাকাবাসীদের অভাব অভিযোগ শুনে অতি দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, অতি দ্রুত চেষ্টা করছেন মন্টুদাস পল্লীর মূল সড়ক–এর কাজ যাতে সম্পন্ন করা যায়। স্বভাবতই তার এই আশ্বাসে খুশি এলাকাবাসী। এ প্রসঙ্গে পুরপতি বলেন, আগামী পুরসভার নির্বাচনে বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এই এলাকা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। সোমবার এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

কৃষকদের উন্নয়নের স্বার্থে তৈরি হচ্ছে কৃষক বন্ধু প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের কৃষকদের উন্নয়নের স্বার্থে তৈরি করেছেন কৃষক বন্ধু প্রকল্প। যে প্রকল্পের আওতায় কৃষকরা এক একর জমির পিছু বছরে আড়াই হাজার টাকা করে মোট পাঁচ হাজার টাকা ভাতা পেয়ে থাকেন চাষ করবার জন্য। আবার ওই প্রকল্পের অধীনেই কোনও কৃষক যদি ষাট বছরের আগে মারা যান তার পরিবার এককালীন দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন। আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লক কৃষি দফতরের উদ্যোগে সেরকম তিনজন মৃত কৃষকের পরিবারের হতে দুই লক্ষ টাকা করে মোট ছয় লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিলি ব্লকের বিডিও সৌমেন বিশ্বাস, হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুভঙ্কর মাহাতো, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেফালী বর্মন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। আজ এই তিনটি কৃষক পরিবারের মোট চারজন উপভোক্তা এই কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পেলেন। এছাড়াও দক্ষিণ জেলা উদ্যান পালন বিভাগের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে খাদ্য সুরক্ষা যারা বছরে এক ধরনের সবজি ফলন করে থাকেন সেই খাদ্য সুরক্ষা গ্রুপকে বিপ্লব কৃষি দফতরের উদ্যোগে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হলো যাতে তারা ভবিষ্যতে আরো ভালো করে সবজি চাষ করতে পারেন। হিলি ব্লকের কৃষকদের উন্নয়নে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লক কৃষি দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে জেলার কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই।

দুর্নীতিকে ইস্যু করে পথে নামল ফরওয়ার্ড ব্লক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : পুরভোটের আগে দুর্নীতিকে ইস্যু করে পথে নামল ফরওয়ার্ড ব্লক। তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহারে পুরসভা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বলে অভিযোগ তাঁদের। অবিলম্বে বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প, পানীয় জল প্রকল্প ও যন্ত্রাংশ কেনাবেচা নিয়ে এই পুরসভায় দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ বামেদের মেজো শরিকের। অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান তাঁরা। সোমবার কোচবিহার জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোচবিহার পুরসভার দুর্নীতি কথা উল্লেখ করেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা দেবাশিস বণিক। তিনি বলেন, রাজার শহর আজ হতশ্রী অবস্থায়। এই বোর্ডের সময় কালে কোনও রকম উন্নয়ন হয়নি। বিষয়গুলি নিয়ে জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকার–এর কাছে অভিযোগ জানানো হবে। আমরা চাই অভিযোগের ভিত্তিতে অবসর প্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি দিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক। এদিন এই সংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর, সভাপতি দীপক সরকার, কোচবিহার পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের কউন্সিলার চন্দনা মহন্ত। এদিন দলের সভাপতি ও সম্পাদকও কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। যদিও এবিষয়ে কোচবিহার পুরসভার পুরপতি ভূষণ সিং বলেন, কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তা পুরনো কিছু ঘটনাকে পুরভোটের আগে সামনে এনে চমক দিতে চাইছে কিছু মিডিয়া, আর তাতে উৎসাহিত হয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে ফরওয়ার্ড ব্লক।

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 20, 29 February - 6 March, 2020

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২৯ ফেব্রুয়ারি – ৬ মার্চ, ২০২০

রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম আরেকটু দায়িত্বশীল হোন

রাজনীতি ও গণমাধ্যম যেন অনেকটাই বেলাগাম হয়ে পড়েছে। নীতি নৈতিকতা তারা বলি দিয়েছেন ক্ষমতা আর উগ্র প্রচারের তাড়নায়। দিল্লিতে এই মুহূর্তে অশান্তির আগুন জ্বলছে এখনও সম্পূর্ণভাবে সে আগুন নেভেনি। একদা দেশটা ভাগ হয়েছিল এমনই হানাহানির আবর্তে।

জাতীয় নাগরিকত্ব বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রায় বিনা বাধায় পাস হয়ে যায়। এমন কি রাষ্ট্রপতি সই হয়ে যাওয়ার পর আজ জাতীয় নাগরিকত্ব আইন ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত। সেই সংবিধানের অমর্যাদা বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক দলাদলির হাত ধরে ছোঁয়াচে রোগের মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। যে শুভবুদ্ধির দাবিদার বলে বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন তাদের মধ্যে চূড়ান্ত অনৈক্য। কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়কে যারা ভারতের বৈধ নাগরিক তাদের উপর আঘাত আসবে না বলে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী আশ্বস্ত করার পরেও এক শ্রেণির নাগরিককে অহেতুক ক্ষেপিয়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। রাজনৈতিক অঙ্ক কষে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এই সময়টিকে তাদের অনুকূলে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্ক সার্কাস, শাহীনবাগ রাত দিন এক করে সিআইএ বা জাতীয় নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হতেই পারে কিন্তু তা জনস্বার্থ কি দেশ বিরোধী হলে অবশ্যই আশঙ্কার। জাতীয় পতাকা কাঁধে নিয়ে যে আজাদির স্লোগান আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছে তার নেপথ্যে কতটা বাস্তব ভিত্তি আছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। যে রাজনৈতিক দলগুলি সংবিধানের একটি আইনের বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভ সমাবেশ করছে তারা কিন্তু আখেরে দেশের মঙ্গলের কথা কতটা ভেবেছেন তা ভাববার। আইনের যাঁতাকলে পড়ে শাসক দলও তেমনভাবে সোচ্চার হতে পারেনি। দেখা গেছে শীতের রাতে সিআইএ বিরোধী ধর্নায় অবস্থান করতে গিয়ে অনেকেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কেউ বা প্রাণও হারিয়েছেন। যে রাজনৈতিক দলগুলি সিআইএর বিরুদ্ধে লোকসভা ও রাজ্যসভায় সক্রিয় হতে পারতেন তা কিন্তু তারা করেননি।

গণমাধ্যমের অধিকাংশ দিল্লির হিংসাশ্রয়ী ঘটনাকে কোনও রাকঢাক না করেই যে ভাবে প্রচার করছেন তাতে আশঙ্কা থেকে যায় দিল্লির আঁচ অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। সাংবাদিকতার কতগুলি মৌলিক নীতি ও অনুশাসন আছে যা সাংবাদিকদের রাষ্ট্রের স্বার্থে জানা অত্যন্ত জরুরি। জাত পাত ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে অনেক বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হয় গণমাধ্যমকে। সেক্ষেত্রে জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের অধিকাংশ গণমাধ্যম বেপরোয়া। রাজনীতিকরা অনেকেই আজ শান্তির বাণী উচ্চারণ করছেন। আগুন লাগানোর আগে ভাবা দরকার পরিণতি কি হতে পারে। এই মুহূর্তে যে কোনও মূল্যে রাজধানীতে শান্তি ফিরিয়ে আনা জরুরি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোনও কাজ কোনও দায়িত্বশীল রাজনীতিক কিংবা গণমাধ্যমের করা উচিত নয়।

শ্রীঈশোপনিষদ

তাৎপর্য

তা হলে সে পরম পূর্ণকে উপলব্ধি করার সুযোগ হারায়। তখন আবার তাকে জড়া প্রকৃতির বিধান অনুসারে আবর্তনশীল জন্ম–মৃত্যুর চক্রে পতিত হতে হয়। আমাদের ভরণ–পোষণের জন্যে প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে তা আমরা জানি না বলেই, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তথাকথিত পরিপূর্ণ জীবন গঠনের জন্য আমরা প্রকৃতির যাবতীয় সম্পদ ব্যবহারের চেষ্টা করি। যেহেতু পরম পূর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে জী ইন্দ্রিয় সুখের জীবন উপভোগ করতে পারে না, তাই ইন্দ্রিয়–সুখময় বিপথগামী জীবনকে বলা হয় মায়া। হাত যতক্ষণ পূর্ণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষণ তা দেহের একটি পূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু হাতটি যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে তাকে হাতের মতো দেখাবে বটে, কিন্তু তাতে হাতের কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। তেমনই, জীব হচ্ছে পরম পূর্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তারা যদি পরম পূর্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েপড়ে, তা হলে পূর্ণতার মায়িক প্রকাশের মাধ্যমে তারা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

যখন কেউ পরম পূর্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তখনই কেবল সে মানব জীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। জগতের যাবতীয় সেবাকর্ম, তা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, আন্তর্জাতিক কিংবা বিশ্বজনীন যাই হোক না কেন–তা সর্বদাই অপূর্ণ থাকবে, যতক্ষণ না পরম পূর্ণের উদ্দেশ্যে তা সাধিত হচ্ছে। যখন সব কিছু পরম পূর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন যুক্ত অংশগুলিও পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মন্ত্র এক

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্।।১।।

অনুবাদ

এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে তার মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত এবং সব কিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালভাবে জেনে, কখনই অন্যের জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অভ্রান্ত, কারণ তা স্বয়ং ভগবান থেকে শুরু করে গুরু পরম্পরার ধারায় অবিকৃতভাবে নেমে এসেছে। বৈদিক জ্ঞানে প্রথমে ভগবান নিজেই দান করেছিলেন এবং তা অপ্রাকৃত উৎস থেকে আহরণ করতে হয়। ভগবানের মুখ–নিঃসৃত বাণীকে বলা হয় অপৌরুষেয়, যা ইঙ্গিত করে যে, এই জড় জগতের কোনও ব্যক্তি তা প্রদান করেননি। এই জড় জগতের জীবদের চারটি ত্রুটি রয়েছে– ১) ভ্রম, অর্থাৎ ভুল করার প্রবণতা, ২) প্রমাদ, অর্থাৎ সে মোহাচ্ছন্ন, ৩) বিপ্রলিপ্সা, অর্থাৎ অন্যকে প্রতারণা করার প্রবণনা এবং ৪) করণরাপাটব, অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়গুলি

ফেসবুক বার্তা

www.facebook.com/thehooghlybuzz

হাওড়া স্টেশনের বিগ বেন ঘড়ি

১৯২৬ সালে হাওড়া স্টেশনে লোহার ফ্রেমের মধ্যে অবস্থিত এই "বিগ বেন" ঘড়ির নিজের মধ্যেই দম দেওয়ার ব্যাবস্থা আছে, দীর্ঘ ৯৩ বছর ধরে এখনও মানুষকে সঠিক সময় প্রদর্শন করে চলেছে.

ধর্মের প্রাবল্যে উধাও চৈতন্য মহাপ্রভুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব

নির্মল গোস্বামী

আজ থেকে ৫৩৪ বছর আগে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের সহধর্মিনী শচীরানীর কোল আলো করে জন্ম নিল এক দেব শিশু। বৈষ্ণব মহাজনদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শান্তিপুরের এক ব্রাহ্মণ অদ্বৈত্য আচার্য প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে পুণ্যস্নান সেরে ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা করতেন– 'হে প্রভু ধর্মের অনাচারে পাপে পূর্ণ হয়েছে এই ধরণী। কলির জীব উদ্ধারের জন্য তুমি আর একবার মর্ত্যে অবতীর্ণ হও। সেই সকরুণ আবেদন শুনেই স্বয়ং নারায়ণ নবরূপে নবদ্বীপে নবদ্বীপচাঁদ নামে অবতীর্ণ হলেন।

শৈশবে চরম দুষ্টু, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন সকলেই নিমাইয়ের আবদার অত্যাচারে অতিষ্ট। আবার কৈশোরে ছাত্র কালে একনিষ্ঠ মেধাবী মনোযোগী শিক্ষার্থী। অল্প দিনেই ন্যায়, কাব্য, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রূপ পরিগণিত হলেন। টোলের অধ্যাপক রূপে তিনি নিমাই পণ্ডিত নামে খ্যাত হলেন। দেশ বিদেশের নাম করা পণ্ডিতদের তিনি তর্কে পরাস্ত করলেন খুব সহজেই। এর মধ্যে তাঁর জীবনে ঘটে গেল দুটি বিপর্যয়। পিতৃ বিয়োগ ও প্রথম পত্নী বিয়োগ। তিনি মা'র অনুরোধে দ্বিতীয় বার পরিগ্রহণ করেন। এই পর্যন্ত তিনি একজন সাধারণ জ্ঞানী আর পাঁচটা অধ্যাপকদের মতো। কিন্তু গোল বাঁধল পিতার পিন্ড দান করতে গয়ায় গিয়ে। সেখানে বিষ্ণুপাদ পদ্ম দেখে বিগলিত হয়ে পড়লেন। আবার ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হলেন। গয়া থেকে নবদ্বীপে ফিরলেন অন্য নিমাই। কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া অন্য কথা নেই। কিছুদিন পর নবদ্বীপে অবধূত নিত্যানন্দ এসে যোগ দিলেন নিমাইয়ের পার্ষদ গোষ্ঠীতে। শ্রীনিবাস অঙ্গনে দিন দিন নিমাইয়ের ভাবান্তর লক্ষিত হতে লাগল। এলেন প্রাজ্ঞব্যক্তি অদৈত্য আচার্য। তিনিও নিমাইয়ের শরীরে ঈশ্বরীয় আবেশ লক্ষ করলেন। তারপর একদিন দ্বিতীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন শ্রীক্ষেত্রে। সারা ভারতে তিনি কৃষ্ণপ্রেম নাম গান প্রচার করলেন। ১৮ বৎসর পুরীর গম্ভীরায় রাধাভাবে বিভোর থেকে কৃষ্ণ প্রেম অনুভব করলেন। তিনি অপ্রকট হলেন বিতর্কিত ভাবে। তাঁর পঞ্চভূতের শরীর পাওয়া যায় নি। ভক্তরা তাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণ অবতাররূপেই গণ্য করেন। কলিতে 'হরিনাম'ই একমাত্র পথ মানব উদ্ধারের এই দৃঢ়মত তিনি ব্যক্ত করেন। এবং জীবনচর্যায় তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সমাজজীবনে শ্রীকৃষ্ণের আর তেমন ভূমিকা আমরা দেখতে পাইনি। শুধু সমাজ জীবন নয়, ধর্মীয় পরিমণ্ডলে গণ্য জাগ্রত দেবতা হিসাবে পূজা পার্বন, বারব্রততেও তেমন ভাবে পাওয়া যায়নি। তার একটা বড় কারণ হল আর এক বিষ্ণু অবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৈদিক কর্মধারার বিরুদ্ধে তিনি এক লৌকিক ধর্মের প্রচলন করলেন। দেবতা ঈশ্বর সম্পর্কে চুপ থেকে প্রকারন্তে তাদের অস্বীকার করলেন। ভারত ও বর্হির ভারতে বুদ্ধদেবের অহিংসার বাণী মানব সমাজকে উদ্বেলিত করল। তাঁর অমোঘ বাণী 'মা হিংসী' ম্যাজিকের মতো কাজ করল। মানুষ হিংসা ভুলে, দ্বেষ ভুলে, যুদ্ধ ভুলে সৎ কাজে মনোনিবেশ করল। রাজা থেকে প্রজা শেঠ থেকে ভিখারি ভোগলিপ্সা ত্যাগ করে বিবেক বৈরাগ্যে তারা আপ্লুত হল। ভারতবর্ষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাল। নদীর স্রোত ধারার মতো ধর্মের গতি ধারাও সময় সমান তালে চলে না। নদীর স্রোত বন্ধ হল তা মজে যায়, ঠিক যেমন ভাবে কালের প্রভাবে ধর্মের সজীবতাও ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে। জলে যেমন জীবাণু জন্মায়, ধর্মে তেমনি নানান কুসংস্কারের জন্ম নেয়। যা সমাজ প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রয়োজন হয় নতুন সমাজের জন্য নতুন ধর্মের–

ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্কর আবার বেদান্ত ধর্মের হৃত গরিমা উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করলেন সমাজে। শঙ্করের ধর্মে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা নগণ্যই হয়ে রইল। এর প্রায় ১৫০০ বছর পর চৈতন্য মহাপ্রভু এলেন ধর্মের গ্লানি দূর করতে। আর এই কাজে তিনি কৃষ্ণনামকেই হাতিয়ার করলেন। কৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা থেকে বৃন্দাবন যা জনমানসের বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন ছিল সেই সব স্থানে তিনি ভ্রমণ করে তা উদ্ধার করলেন। এক কথায় বলতে গেলে কৃষ্ণকে নতুন করে আবিষ্কার করে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাভারত দেখিয়ে ছিল রাজনীতির শ্রীকৃষ্ণকে চৈতন্যদেব চেনালেন গোপীবল্লভ রাধাকান্ত প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে।

সেই অন্ধকারময় যুগে দাঁড়িয়ে কাজটা করা কিন্তু অত সহজ ছিল না। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতির প্রেক্ষিতে গৌরাঙ্গের কাজকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় তা কত কষ্ট সাধ্য ছিল। সমাজে ছিল অশিক্ষা, ছিল দারিদ্র, ছিল জাতপাতের বেড়া, ছিল ছোঁয়াছুঁইর অভিশাপ, উঁচু নীচু ভেদ আর সর্বোপরি মুসলমান শাসন। ধর্মের নামে অনাচার আর অপরদিকে বিধর্মী শাসকের রক্ত চক্ষু হিন্দুদের উপর। এই অবস্থায় শুধু হরিনামকে সম্বল করে একটা সমাজ বিপ্লব করা যে অসম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যযুগে বাংলার নব জাগরণ ঘটেছিল চৈতন্যের হাত ধরে। কেমন করে? সেটা বুঝতে গেলে একটা ভাল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আধুনিক কালে সমাজ বিপ্লবের জনক কার্ল মার্কস যেমন শোষিত, বঞ্চিত শ্রমিক কৃষকের জাগরণের ডাক দিয়েছিল ঠিক তেমন ভাবে চৈতন্যদেব সমাজে অন্তজ শ্রেণিকে জাগাতে চেয়েছিলেন। আজকের ভাষায় বলতে গেলে মেহনতী মানুষের জোট গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। আর এই জোট গঠনে সেতু বন্ধন করেছিল হরিনাম সংকীর্তন। সেইজন্য তাকে পতিত পাবন বলা হয়। পতিত মানুষের উদ্ধার কর্তা। এমনিতে একটা কথা আছে যে ঈশ্বরের নাম করতে হয় বনে এবং কোনে। হয় নির্জন বনে নিরালায় বসে মানুষ ঈশ্বর স্মরণ মনন করে, নয় তো আপন গৃহ কোনে একান্তে ঠাকুরের নাম স্মরণ করে। সেখানে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হরিনাম করার একটাই উদ্দেশ্য যে মানুষকে জাগানো এবং সংঘবদ্ধ করা। এবং যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা। চৈতন্যের এই হরিনামের দলকে ভয় পেল গৌড়ের নবাব হুসেন শা। তাই চাঁদ গাজীর মাধ্যমে ফরমান জারি হল হরিনাম বন্ধ করার। এর প্রতিবাদে সেদিন নবদ্বীপে হাজার হাজার মানুষ সংকীর্তনের দল নিয়ে চারিদিক থেকে চাঁদ গাজীর বাড়ি অবরোধ করা হল। সেই প্রথম বাংলার বুকে গণ–আন্দোলনের সূত্রপাত হল। স্থানীয় শাসক ভয় পেয়ে ফরমান প্রত্যহার করতে বাধ্য হল। চৈতন্য শাসক ক্ষমতা দখল করে শাসক হতে চাননি। তিনি সমজের এক মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। একজন মানুষ কৃষ্ণ প্রেমের স্পর্শে পরিবর্তিত হলে তিনি আর একজনকে পরিবর্তন করবে। এইভাবে মাকর্সের থিওরি অনুসারে সংখ্যাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেদিন সমাজ নিজ থেকেই পাল্টে যাবে। চৈতন্যের আগে সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোর। ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য অধিকার ছিল ধর্মের উপর। চৈতন্য প্রথমেই এই ভেদাভেদ দূর করার মানসে আচণ্ডালে প্রেম দিলেন। দুই চণ্ডালকে জাতে তুলে নিলেন। বৈষ্ণব সমাজে কোনও জাতি ভেদ নেই। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, চণ্ডাল যে কেউ বৈষ্ণব হতে পারেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ নেই। চৈতন্যের ভাবান্দোলনের প্রথম দিকে উঁচ্চ জাতের মানুষরা বৈষ্ণবদের ভাল চোখে দেখতেন না। তারা বলত জাত হারিয়ে বোষ্টুম হয়েছে। এই কথার মধ্যেই এই সত্য লুকিয়ে রয়েছে যে চৈতন্যই জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমরা জানি যে আদর্শের প্রচার করে ,কজন আর তা সমাজে রূপায়িত করে বড় কোনও সংগঠক। কার্ল মার্কসের থিওরি পৃথিবীর বুকে প্রথম রূপায়িত করেছিল লেনিন। ঠিক তেমনি ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ রূপায়ণের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন নিত্যানন্দ। সমগ্র বাংলাদেশে (এখনকার বাংলা দেশসহ) তিনি গৌরাঙ্গের ভাব আন্দোলনের রূপকার। একজন দক্ষ সংগঠক রূপে কাজ করেছেন। এই কাজে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বারো জনকে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলেন। এরা বৈষ্ণবজনেদের কাছে দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত। ওই বারো জন আবার প্রত্যেকের অধীনে বারোজন করে সর্বত্যাগীদের নিয়োগ করেছিলেন সংগঠিতভাবে নাম ধর্ম প্রচারের জন্য। এদের 'উপ গোপালন' বলা হয়। এইভাবে এক যোজন ছাড়া ছাড়া একটা করে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলে সেখানে জীবনের সব প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। পরা ও অপরা দুধরনের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। অর্থ ছাড়া জীবন চলে না। তাই অর্থকরী বিদ্যা হাতে কলমে শেখানো হতো। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ওই সময় রূপ চর্চার বিদ্যা শেখানো হতো যা আজ বিউটিশিয়ান কোর্স নামে অভিহিত হয়েছে। সমাজ অভ্যন্তরে এমন একটা পরিবর্তনের ঢেউ উঠল যার অভিঘাতে বাংলার নাটক, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি ললিত কলা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল চৈতন্যদেব। পরবর্তী কয়েকশ বছর তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে মানবজীবন। সেই সময়কে অনেক ঐতিহাসিক চৈতন্যযুগ নামে অভিহিত করলেও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিরূপণ করার জন্য আকাদেমিক ক্ষেত্রে যে গবেষণার প্রয়োজন তা ভারতে হয়নি। কোথায় যেন পূজার ছলে ভুলে থাকার মতো হয়ে গেছে। এই দুঃখ বুকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতায় একজন গৃহী মানুষ তাঁর গুরুদেবের কথায় পকেটে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা, কারগো জাহাজের খোলে সওয়ারী হলেন। সঙ্গে একটা ভাঙা হারমোনিয়াম। তিনি হলেন অভয় চরণ দে। পাশ্চাত্য প্রচার করলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী। তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানীনেন মান দেনা, কীর্ত্তনীয় সদা হরি। নিজ হাতে তৈরি করলেন বৈষ্ণব সংগঠন 'ইসকন'। নিত্যানন্দের পরের কাজ বর্হিভারতে সম্পন্ন করেছেন প্রভুপাদ।

পঞ্চনিষ্ঠা বিশ্বাস অর্জনের মোক্ষ পথ

নবনীতা সেন

একাত্ম মানববাদ

ভারতীয় দর্শনে বলা আছে : সর্বম খল্বিদং ব্রহ্ম। স্থাবর জঙ্গমে কীট পতঙ্গ মানুষ সবার উৎস ব্রহ্মা। পবিত্র কোরানেও বলা হয়েছে : আল্লা তাল্লা নিজের আকৃতি দিয়ে মানব সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষ আপন অন্তরালে সবচেয়ে দুর্গম। অন্তর মিশালে তবে তার মেলে অন্তরের পরিচয়। ভারতীয় ভাবনা ব্যক্তিসত্তাও মানে, সমষ্টিকেও মান্যতা দেয়। সমগ্র বিশ্বে এই ব্যক্তিসত্তা সর্বব্যাপী, অবিভাজ্য, অপরিমেয় (অনেকটা ইউনিভার্সাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর মতো)। ব্যক্তিসত্তা দেশ–কাল–ধর্ম সাপেক্ষ, কিন্তু অখন্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন : মা সাকার হইয়াও নিরাকার।

বাস্তবজীবনে পুরুষকার এর চারটে স্তর ধর্ম–অর্থ–কাম–মোক্ষ। এখানে অর্থ এবং কামকে ধর্ম ও মোক্ষএর বেড়া দিয়ে সংপৃক্ত করে রাখা হয়েছে। এই চর্তুবর্গ ফল লাভ পন্থা এক অনন্য সাধন; ধনতন্ত্র এবং মার্কসীয় কু–দর্শনের মতো নয় যেখানে শুধু অর্থ আর কামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চর্তুবর্গ ফলের প্রাপ্তি সকলের মধ্যে প্রয়োজন মতো উপলব্ধ করাতে হবে। সমাজের শেষ লাইনে যে দুর্বলজন রয়েছেন তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন সবল মানুষ। তাঁর সহায়তায় প্রথমজন পৌরুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা করবেন। বিন্দু বিন্দু জলের সম্মিলনে যেমন সিন্ধু তৈরি হয় সেইরকম প্রত্যেক ব্যক্তি ইউনিটের আত্যন্তিক আত্মনিবেদনে সমাজ সুদৃঢ় হবে, দেশ এগিয়ে চলবে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এর চিন্তন প্রসূত এই তত্ত্বকে বলা হয় একাত্ম মানববাদ। এই উদ্ভাবন এতটাই অভিনব যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলতেন : আর একটা দীনদয়াল যদি পেতাম সমাজে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এনে দিতে পারতাম।

দার্শনিক ও অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেছিলেন ব্যক্তি ও ব্যষ্টি (সামগ্রিক সমাজ)র সাম্যতাই সভ্যতার চালিকা শক্তি। ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু থাকবে না, সব কিছুই কমিউন করবে। ব্যক্তি মানুষের কোনও দায়ও নেই দায়িত্বও নেই। এই রকম একটা উদ্ভটতত্ব (সর্বহারার সর্বাধিনায়কতন্ত্র) অনৈতিহাসিক। সাম্যবাদ ভারতবর্ষে একটা চিরকালীন সিস্টেম, সাম্যবোধ চিরায়ত। এরেই ফলিত প্রয়োগ আদরণীয় মোদীজি করে চলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রের মাধ্যমে।

জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় একতা

পৃথিবীর আদিতম গ্রন্থ বেদ এর নদী সূক্তে সনাতন ভারতবর্ষের মানচিত্র বর্ণনা আছে। মস্তকে মুকুট ধারী একটা মানুষ দুদিকে হাত পূর্ণ প্রসারিত করে যদি সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে সেটাই হবে ভারত ভূখণ্ডের অবয়ব। আফগানিস্তান ১৯ শতকেই আলাদা হয়ে গেছে। দ্বিজাতি তত্ব এর তরবারি ভারতমাতার শরীর বিভাজন করেছে। ১৯৪৭ সালে ২৬% ভূখণ্ড ও ২৪% বাসিন্দা নিয়ে পৃথক হয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু অখণ্ডিত রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছরের ঐতিহ্য। তাই আজ পাকিস্তানের নতুন প্রজন্মের গবেষকরা ইউ–টিউবে প্রশ্ন করছে : Who were we? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে জাতীয়তাবাদের ধারণায়। মাননীয় অটলবিহারী বাজপেয়ীজি লিখেছিলেন : এ কোই এ্যয়সা ব্যয়সা ভূখণ্ড নহী হ্যায়। ইসকী কংকর কংকর মে শংকর হ্যায়। এই শংকর বোধই ভারতীয় মানসে যুগ যুগ বাহিত জাতীয়তা। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন অর্থনীতি মানববিদ্যার সকল ক্ষেত্রে পূর্বাপর সকল যুগে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব যে সকলের মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগরুক করে শুভ মঙ্গল কর্মে উদ্দীপিত করে তারা সকলেই জাতীয়তাবাদী। তাদের কাছে ভারতের মাটি যৌবনের উপবন বাধর্ক্যের বারানসী। তুমি মিশেছ মোর দেহের মনে, তুমি মিলেছে মোর প্রাণে মনে,/তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা।

শ্যাম বেনেগল 'ভারত এক খোঁজ' এপিসোডে একটা গান ব্যবহার করেছেন : এ হিন্দুস্তান হ্যায় হমারা/হম থে ঈসীকা মালিক। এই গানটি আজমল খানের লেখা; ইনি ছিলেন সিপাহী আন্দোলন (১৮৫৭) এর নায়ক নানা সাহেবের সঙ্গী। আবার যাঁরা খিদমদ্গার–এ–হিন্দ তাঁরা দেশের সেবক। তাঁদের সেবামন্ত্র হচ্ছে বন্দেমাতরম।

৬৫ সালে ভারত–পাক যুদ্ধে পাক সিগন্যালস ভারতের ফোন লাইন ইনটারসেপট করে। সৈনিক আবদুল হামিদ পাক চমুকে ধমক দেন, ইনশাল্লাহ তুমলোগোঁ কো জাহান্নমকা আগমে ফেঁকেঙ্গে।

পাক দুশমন... ক্যা মুসলমান হো?

আবদুল হামিদ সাব– তুমহারে লিয়ে সির্ফ হিন্দুস্থানী।

বহুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি

চাণক্য সূত্র মতে নীতিই যেখানে রাজা সেই বিশেষ মানববিদ্যার নাম রাজনীতি। ব্যক্তি এখানে মুখ্য নয় (অপাংক্তেয়ও নয়)। রাষ্ট্র স্বার্থ এখানে পরম লক্ষ্য বহু জন হিতায় বহুজন সুখায় চ। বহুজনের হিত ও সুখের জন্য পন্থা স্থির করা হয়। কেন্দ্রে বংশবাদী কংগ্রেস যতো দুর্বল হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে জাতপাত তোষণবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলশ্রুতি 2G, 3G, CWG স্থল জল অন্তরীক্ষ জুড়ে দুর্নীতির রমরমা অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নতুন টেকনলজি নির্ভর প্রশাসন সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত রয়েছে। নীতির প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা উন্নতির সোপান। বিজেপির রাজনৈতিক সত্তা এই পরম সত্যের মধ্যে স্পষ্ট রয়েছে।

বিকেন্দ্রীত অর্থনীতি

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলতেন, A Government has no business to be in a business. উদ্যোগ চালাবে উদ্যমশীল ব্যক্তি skill development, Make in India প্রকৃতি প্রোজেক্টের মাধ্যমে চাকুরি প্রার্থী নয় চাকুরী দাতা সমাজে প্রবল হচ্ছেন। মহাত্মাজী চাইতেন কৃষিভিত্তিক কুটীর শিল্প, নেহরুর ভাবনা ছিল ভারী শিল্প। এই চিন্তার উপজাত লাইসেনস পারমিটরাজের নিগড়ে বাঁধা পড়লো দেশ। এই চক্কর ধনীকে করলো অতি ধনী, গরিবকে অতি গরিব। শিল্পে কুটীর না ভারী উদ্যোগ এই দুই মেরুর মধ্যে মেল বন্ধন ঘটালেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম মানববাদ তত্ত্বের মাধ্যমে। শুধু ধন আহরণ নয় সমাজের সকল মানুষের কাছে প্রয়োজন মতো ধনবন্টন করতে হবে। এই বন্টিত ধন 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা'র মতো মানুষকে অলস কর্ম বিমুখ করে দেবে না; বরঞ্চ প্রোৎসাহিত করবে নাগরিক যাতে তার শ্রেষ্ঠ মানব গুণ ও দক্ষতা উদ্যোগে বিনিয়োগ করে এবং তার জাগতিক প্রয়োজনকে সীমায়ত করতে পারে। জনহিতকারী রাষ্ট্র এইভাবে বিকাশশীল থেকে বিকশিত স্তরে পৌঁছে যাবে। আদরনীয় মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষে।

গণতন্ত্র : ভারতবর্ষে ষোড়শ মহাজনপদ বৈশালী কোশল প্রভৃতি রাজা গণতন্ত্রের পীঠস্থান। মহাত্মা বাসবেশ্বর কর্নাটকে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন যা ইংল্যন্ডে MAGNA CARTA নামে পরিচিত। গান্ধীজিও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষেই সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বংশবাদ পরিবারবাদ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রাদেশিকতা এতটাই পেশি আস্ফালন করেছে যে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারকে নজর আন্দাজ করছে। নীতি আয়োগের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। চিফ মিনিস্টারস কনফারেন্সএ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে যাননা। এতে ক্ষতি হচ্ছে কার? প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের (ফণী) পর ওড়িশা রাজ্য প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ চার হাজার কোটি টাকা অনুদান পেল; অথচ পশ্চিমবঙ্গের পাতে শুধুই কচু সেদ্ধ! কারণ পটুয়া পাড়ার কটু বচন 'এক্সপায়রি বাবুর' মুখ তিনি দেখবেন না। কাটমানির দৌলতে তৃণমূলী নেতারা কোটিপতি। গরিব গুর্বো বঙ্গবাসীর কি হবে সে চিন্তা করার সময় নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৪% আসনে নমিনেশনই আটকে দেওয়া হয়েছে। সময় শেষ হওয়ার পরও ১৮ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর; কোঅপারেটিভ সোসাইটি, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সকল নির্বাচন বন্ধ। মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ যখন পেয়েছে তৃণমূলের অহংকারের বেলুন ফুটো করে দিয়েছে! ৪২ এর মধ্যে ২২!

সর্বধর্ম সমভাব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্মে মূলভূত এথিক্যল অংশ অনুধাবন করেছিলেন। তারপর মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন : যতো মত ততো পথ। যে কোনও পথই অবলম্বন করুক না কেন, মানুষ ঈশ্বরমুখী হবেই। উদার ধর্মবোধের এটা চরমতম উপলব্ধি। সমাজ এই রকম উদারই ছিল, তাই সংবিধান প্রণয়নের সময় সেক্যুলার শব্দের প্রয়োগ করা হয়নি। এমারজেন্সির সময় ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের আছিলায় এই শব্দের প্রয়োগ করেন ইন্দিরা গান্ধী। তাও ভুল অর্থে। সেক্যুলারের অর্থ পন্থ নিরপেক্ষতা। ভারতবর্ষ পন্থ নিরপেক্ষ থাকবে, কখনও অধার্মিক হবে না। আজ মেকি সেক্যুলার বা শাসনক্ষমতা দখলের বাসনায় তোষণবাদীতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সংখ্যা লঘুদের (দেশের মূল্যবান নাগরিক নয়,) ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিন তালাক প্রথার বিলোপ বিরোধিতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বানচাল করা প্রভৃতির মাধ্যমে মৌলবাদী শক্তিকে প্রবল করা হচ্ছে। অন্যদিকে দুর্গাপূজা বিধিতে বাধাদান, জয় শ্রীরাম মন্ত্র উচ্চারণ করলে জেলে নিক্ষেপ ইত্যাদি অপকর্ম সংখ্যা গুরুদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির মূলমন্ত্র সর্বধর্ম সমভাব 'Favour to none fear to none, intolarance to none, ' তোষণবাদীতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক । যাকে তুষ্ট করা হচ্ছে তার পক্ষে শুভ নয়। যে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো তার জন্যেও হানিকারক।

উপসংহার

আনাল হক্– পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে। সর্বদা সত্যকথা বলা মানুষের অধিকার। মনসুর হালাক মর গিয়া, লেকিন ইনকা সর বোলতা হ্যায় আনাল হাক্। সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে নয়। অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী একটা শ্লোক উল্লেখ করতেন : সত্যম্ এব ঈশ্বরো লোকে সত্য ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ/সত্য মূলানি সর্বাণি সত্যন্নতি পরম্ পদম্। ব্যক্তির থেকে দল বড়ো, দলের থেকে দেশ, রাষ্ট্র স্বার্থ সর্বোপরি। একান্ত জাতীয়তাবাদী দরে পক্ষে সবকা বিশ্বাস অর্জন করাই লক্ষ্য।

লেখিকা কেএমসি ৮৭ ওয়ার্ড–এর বাসিন্দা এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী ও গবেষিকা।

উল্টালো পরীক্ষার্থীর গাড়ি

অভীক মিত্র : সোমবার লোহাপুর চারুবালা উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে উত্তররামপুর ও শুকরাবাদ গ্রামের মাঝে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেলো দশজন ছাত্র মাধমিক পরীক্ষার্থী বোঝাই একটি বোলোরো গাড়ি। ছাত্ররা অল্পবিস্তর জখম হওয়ায় লোহাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের বাড়ি বারা–২ নং গ্রামপঞ্চায়েতের উত্তররামপুর গ্রামে। গুরুতর জখম চালক রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নরবলির চেষ্টা, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফাল্গুনী অমাবস্যায় সাঁইথিয়া শিবতলা এলাকায় সুধাকর সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধকে নরবলি দেওয়ার চেষ্টা করে স্ত্রী,মেয়ে ও ছেলে। কোনোরকমে পালিয়ে পাশের ক্লাবে গেলে সেখান থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে। 'একবছর ধরে তাকে ছোটো ঘরে আটকিয়ে রাখা হয়েছিলো' বলে অভিযোগ সুধাকরের। স্ত্রী সরস্বতী সূত্রধর,মেয়ে কাঞ্চন সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছেলে ব্রজগোপাল সূত্রধর পলাতক। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বীরভূম জেলা সদস্য তথা বিজ্ঞানকর্মী শিক্ষক শুভাশিস গড়াই বলেন, 'প্রশাসনের সহযোগিতা পেলে এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে ঘটনার তদন্ত করে কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান করবো'।

ধাক্কা কন্ডাক্টরের, মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে এক মেধাবী কলেজ ছাত্রকে চলন্ত বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো এক বেসরকারি বাস কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে। দুপুরে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় ছাত্রটি। মৃতের নাম দীপ মন্ডল বাড়ি তারাপুর গ্রামে। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ রামপুরহাট মনসুবা মোড় থেকে তারাপীঠ টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় বাসের ভাড়া নিয়ে কন্ডাক্টরের সঙ্গে বচসা হয়। বিষয়টি ফোন করে এক বন্ধুকে জানায় দীপ। দীপ মল্লারপুর টুরকু হাঁসদা লপসা হেমব্রম কলেজের প্রথমবর্ষের এবং ময়ূরেশ্বর–১ নং গর্ভমেন্ট আইটিআই কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র ছিলো। মৃতের পরিবার এবং বন্ধুরা তারাপীঠ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ দীপের বাবা মা। রবিবার ময়নাতদন্তের পর দীপের দেহ গ্রামে পৌঁছালে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জোড়া দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণপুর বড়জোড় এমটা কোম্পানির কয়লাখাদানের পাশে মিতা পান নামে এক মহিলা এবং রাজনকুমার গৌরি নামে পুরুষের দেহ উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মিতার বাড়ি জামরান্দ গ্রামে এবং রাজকুমারের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের ছত্রিশগন্ডা গ্রামে। মিতার মামার বাড়ি ছত্রিশগন্ডা গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ছোড়া নেশামুক্তিকেন্দ্রে বিশ্বজিৎ ধীবর নামে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মৃতের বাড়ি পতন্ডা গ্রামে। বিশ্বজিতকে মারধর করার জন্য মৃত্য হয়েছে অভিযোগ পরিবারের।

খাল দখলে সংঘর্ষ, জখম ৭, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মন্দিরের খাল দখল করে মাছ ধরা কে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছ।ালো বাসন্তীতে। ঘটনায় ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম হয়েছেন মন্দির কমিটির সাতজন সদস্য। আহতরা হলেন বিমলেন্দু মন্ডল,শান্তনু মন্ডল,অসিত ঘরামী,কৃপাসিন্ধু ঘরামী দুরান্ত মন্ডল,অবনী মন্ডল,প্রদীপ ঘরামী।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সোনাখালি গ্রামে।স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে একটি খাল নিয়ে সমস্যা তৈরী হয়। তাতে করে থানা পুলিশ থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত গ।ায় এই ঘটনা। পরে আদালতের নির্দেশে গত দুবছর আগে ৮৪ শতক খাল টি নিজের কব্জায় ফিরে পায় রাধাগোবিন্দ মন্দির কমিটির লোকজন।অভিযোগ এদিন বিকালে মনোরঞ্জন মন্ডলের নেতৃত্বে নিতাই নস্কর,রঞ্জন নস্কর,সমর নস্কর,দীপক নস্কর,

হারা নস্কর,বাপী নস্কর,বিনন্দ সহ জনাকু।ি সশস্ত্র লোকজন জোর পূর্বক এই খালে মাছ ধরে। সেই সময় রাধাগোবিন্দ মন্দির কমিটির লোকজন খালের কাছে যায় পরিস্থিতি দেখার জন্য। অভিযোগ সেই সময় মনোরঞ্জন মন্ডলের নেতৃত্ব তার দলবল ধারালো অস্ত্র নিয়ে মন্দির কমিটির লোকজনের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলায় গুরুতর জখম হন মন্দির কমিটির সাতজন।তাদের কে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিসার জন্য বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।আহতদের মধ্যে বিমলেন্দু মন্ডল মন্ডলের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।পরে বিমলেন্দু মন্ডলের অবস্থা আরো আশাঙ্কাজনক হলে তাকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানি মহকুমা হাসপাতালের চিকিসকরা। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ নিতাই নস্কর নামে একজন কে গ্রেফতার করেছে । এলাকায় রয়েছে চরম উত্তজনা।

করোনা আতঙ্কে কাঁকড়া চাষিরা সঙ্কটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিনের করোনা ভাইরাসের জেরে এবারে কপালে হাত পড়েছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাঁকড়া চাষিদের। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মহামারীর আকার নিতেই চিন কাঁকড়া আমদানী বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সুন্দরবনের আটটি ব্লকের চাষিরা পড়েছেন চরম সমস্যায়। রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাষিদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়েছেন খুচরা ও পাইকারি কাঁকড়া ব্যবসায়ীরাও। কাকদ্বীপের শ্যামল গুছাইত, নিমাই মাল সহ কয়েকজন কাঁকড়া চাষি বলেন, মরসুমের শুরুতে বিভিন্ন ফিশারিতে সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সেগুলি রপ্তানি না হওয়ায় কি হবে বুঝতে পারছি না। এমনকি আদিবাসী পরিবারগুলি ও জঙ্গলে কাঁকড়া সংগ্রহ করতে যেতে পারছেনা।

যেটুকু সংগ্রহ হচ্ছে, রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা স্থানীয় বাজারেই বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের। ফলে ঠিকঠাক দাম না পাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। কুলতলির মেরিগঞ্জের সালমা, পারভিনা, খুশবু সহ কয়েকজন জানালেন, কাঁকড়ার বিক্রি এভাবে মার খেলে আমাদের অন্ন সংস্থান আটকে পড়েছে। কি হবে বুঝতে পারছি না।

কুলতলির কাঁটামারি বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, জেলার সবচেয়ে বেশি কাঁকড়া চাষ হয় পাথরপ্রতিমা ব্লকে। এ ছাড়া কুলতলি, নামখানা, কাকদ্বীপ, গোসাবা সহ আটটি ব্লকে এর চাষ করা হয়। পাথরপ্রতিমা ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বেশিরভাগই নদীপ্রধান। কে প্লট, এল প্লট, পাথরপ্রতিমা, জি প্লট সীতারাম পুর, বরদাপুর, ভাগবতপুর, লক্ষ্মীপুর, অচিন্ত্য নগর এলাকায় চাষ হয় কাঁকড়া। সুন্দরবনের নদীর ধারের বাসিন্দারাই জঙ্গলে পারি দেয় কাঁকড়া ধরতে। সমুদ্র কাঁকড়ার ব্যবসার মরশুম ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। কিন্তু ওই সময় থেকেই করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দিয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে এটা মহামারীর আকার নেয়। ফলে চিন কাঁকড়া আমদানী বন্ধ করে দেয়। চিনের বাজারে কাঁকড়ার দাম থাকলেও ছোট, মাঝারি, বড় প্রকার সমুদ্র কাঁকড়া যাচ্ছে না সেখানে। ফলে যে কাঁকড়া ইতিমধ্যেই উপাদন হয়েছে সেগুলোই বিক্রি হচ্ছে স্থানীয় মার্কেটে। যে কাঁকড়ার পাইকারি বাজারদর ১৬০০ থেকে ১৮০০ টাকা। তা এখন ৬০০ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে না। আবার যে কাঁকড়া ৬০০ থেকে ৭০০ টাকায় কিলো প্রতি পাইকারি দরে বিক্রি হওয়ার কথা, সেই কাঁকড়া এখন মাত্র কিলো প্রতি ২০০টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ফলে সুন্দরবনের অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাস একটা বড় প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এই বিপুল লোকসানের বোঝা কীভাবে সামলাবেন? এই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাঁকড়া চাষি ও ব্যাবসায়ীদের।

মোবাইল উদ্ধারে নজির জিআরপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজকাল প্রায়শই মোবাইল চুরি যাওয়া বা খোওয়া যাওয়ার ঘটনার কথা শোনা যায়। আর এখনকার মোবাইলগুলি অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির হওয়ার কারণে এগুলি যেমন দামি হয়, তেমনই সমস্ত মূল্যবান নথিও এতে গ্রাহকরা সংরক্ষিত রাখেন। ফলে এগুলি কোনও কারণে বেহাত হলে তাদের প্রভূত সমস্যার সৃষ্টি হয়। গ্রাহকরা সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশও উদ্ধার অভিযানে নামে। বহুক্ষেত্রেই পুলিশ এই উদ্ধার অভিযানে সফলতাও লাভ করে। আর এই মোবাইল উদ্ধার অভিযানে শিয়ালদহ রেল পুলিশ ডিভিশনে সোনারপুর জিআরপি সবার শীর্ষে আছে বলে শিয়ালদহ এসআরপির পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। চলতি মাসে ৬১টি মোবাইল উদ্ধার করে তাদের প্রকৃত গ্রাহকদের হাতে তুলে দিয়েছে সোনারপুর জিআরপি। এ প্রসঙ্গে সোনারপুর জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে এক বছরে প্রায় এক হাজার গ্রাহককে তাদের হারানো মোবাইল উদ্ধার করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যা সারা ভারতে নজির সৃষ্টিকারী সাফল্য। এই উদ্ধার অভিযানের মূল কাণ্ডারী হলেন এসআই গোপালচন্দ্র নস্কর বলে জানান ওসি হকবেদ সাহা।

পুরবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে নগর জীবিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে নগর জীবিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের দীন দয়াল প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা তুলে দেওয়া হচ্ছে পুরবাসীদের হাতে। পুরসভা সূত্রে জানা গেল,পুর নাগরিকরা এই টোল ফ্রি নং –১৮০০৩৪৫৩৩১৪ এ ফোন করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, বিউটিশিয়ান, কলের মিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী , রাজ ও রঙ মিস্ত্রী, ভিডিও ক্যামেরা, ফিজিও থেরাপিস্ট, দর্জি, কম্পিউটার , ডিটিপি অপারেটর, প্যাথলজি, মোবাইল, যোগাসন , মোটর মেকানিক সহ ১৮রকমের পরিষেবা পাচ্ছেন এখানে। পুরসভার ১৪টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারাই শুধুমাত্র এই পরিষেবা পাচ্ছেন। তবে এই পরিষেবার জন্য অফিস টাইমে ফোন করতে হবে টোল ফ্রি নং এ। পুরপ্রধান সুজিত সরখেল জানালেন, এইসব কর্মি দের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের কাছে আছে। তাই নিরাপত্তার দিক থেকে পুরবাসীরা নিশ্চিত থাকতে পারেন। এই পরিষেবা চালু হবার ফলে একদিকে যেমন পুরবাসীদের কাজের সুবিধা হচ্ছে। অন্যদিকে, এলাকার কিছু বেকার ছেলে মেয়েদের কর্মসংস্থানও হয়েছে।

পানীয় জলের সঙ্কট

প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের দোষ ঢাকতে কোচবিহার পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয় স্কুল ফান্ডের টাকায় সমস্ত স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়। কোচবিহার পুরসভার কিছু করার নেই। বিভিন্ন সময়ে যতটুকু সহযোগিতা করার তা করা হয়। একদিকে যেমন পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। অন্যদিকে স্কুলের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি হচ্ছে বাজারের নোংরা আবর্জনা ফেলার কারণে। এই বিদ্যালয়ের পাশেই কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজারের কাঁচামালের বাজার। এছাড়াও স্কুলের পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে রয়েছে মুরগির মাংসের দোকান। প্রায় প্রতিনিয়ত কিংবা কাটা মুরগির পালক সহ বিভিন্ন নোংরা সামগ্রী অযাচিতভাবে ফেলে রাখা হয় এই বিদ্যালয়ের সামনে। যে কারণে সীমাহীন দুর্গন্ধের মধ্যেই চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ক্লাস করতে হয় পড়ুয়াদের বলে অভিযোগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের। এই দূষিত পরিবেশে স্কুলে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে মশার উপদ্রব। একদিকে পানীয় জলের সমস্যা আর অন্যদিকে এই দূষণের ফলে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে এই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু এসব কিছু নিয়ন্ত্রণে কার্যত ব্যর্থ তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভা। অবস্থার পরিবর্তন না হলে বিদ্যালয়ে নিজেদের সন্তান–সন্ততিদের পাঠাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কুলপড়ুয়াদের বড় অংশের অভিভাবক অভিভাবিকারা। এমতাবস্থায় চাপের মুখে পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মীরা পান্ডে জানান, পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। পড়ুয়ারা পানীয় জল পাচ্ছে না। ল্যাট্রিন, বাথরুম ব্যবহার করার জন্য ছাত্র–ছাত্রীদের যে জলের প্রয়োজন, সেই জল টুকুও পাওয়া যায় না। মিড ডে মিল রান্নার জন্য রান্নার মাসিদের বহুদূর থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। তবে স্কুলে রান্না হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা খেতে পায়।

টক টু মেয়রে কাঠগড়ায় অসীমবাবু

প্রথম পাতার পর

আমি আপত্তি করি। আমার বাড়ির আশেপাশে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে বাস করছেন, তারা ওই বিনটি বসানোর জন্য প্রচণ্ড অসুবিধা ভোগ করছেন। বিনটি নিত্য ঠিক মতো পরিষ্কার হয় না। ফলে ইঁদুর–কুকুরের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বিন থেকে উপচে পড়া জঞ্জালগুলি ছড়াচ্ছে। আগে যেখানে ছিল সেখানে থাকলে কারোরই কোনও সমস্যা হয় না। মেয়রের কাছে শোভনবাবুর আরও অভিযোগ, এই ওয়ার্ডে আগে যিনি পুর প্রতিনিধি ছিলেন সেই প্রাক্তন পুর অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (মনুয়া) প্রায়ই ওয়ার্ড পরিদর্শনে বের হতেন। আমরা ওনাকে সমস্যার কথা বললে সমস্যার সমাধান হতো। অসীমবাবুকে বলে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। আর অসীমবাবুকে ওয়ার্ড পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় না। ফলে ওয়ার্ডবাসী তাদের অভিযোগ ও অসুবিধাগুলি জানাতে পারেন না। মেয়র অভিযোগ শুনে একটু অবাক হন। এতদিন ধরে একটি বিন সরানো যাচ্ছে না। ঠিক আছে, আমি ওই দফতরের অফিসারদের বলে দিচ্ছি। ওনারা বিনটি সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, যদি উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায়। বা আপনি সে জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আপনি যখন বলছেন অন্যত্র জায়গা আছে। আসলে এই ওয়ার্ডে এতো সংখ্যায় হাইরাইজ বিল্ডিং–এর পরিমাণ বেড়েছে যে, সেটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আমি ওই ওয়ার্ডে গিয়ে রাস্তাগুলি গুলিয়ে ফেলি। অথচ আমি ছোটোবেলা থেকে ওখানে যাওয়া–আসা করছি।

তৎপর হল প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

চোলাই প্রতিরোধে নদী তীরবর্তী এলাকায় মাইকিং করার সিদ্ধান্ত হয়, পুলিশ প্রশাসনও নজরদারী ও সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করে। আবগারী দফতরের আধিকারিক উত্তম সরকার জানান, তাঁরা নৌকা করে টিম নিয়ে হাওড়া জেলার শাঁখাভাঙা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তাদের চোখেও নৌকা ভর্তি চোলাইয়ের জার ধরা পড়েছে।

সূত্রের খবর হাওড়া জেলার পুলিশকেও প্রশাসন সতর্ক করেছে। দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া জেলায় এই অবৈধ চোলাই কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছে, তা ভেবে প্রশাসনের অনেক কর্তাই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষের বক্তব্য সরকারের যদি দৃঢ় মনোভাব থাকে তাহলে পুলিশ প্রশাসন এই অবৈধ চোলাইয়ের ব্যবসা অবশ্যই বন্ধ করে দিতে পারে। না হলে ভবিষ্যতে আবারো হয়তো মগরাহাট কিংবা শান্তিপুরের মতো বিষমদে মৃত্যুর খবর শিরোনামে উঠে আসবে।

হৃদরোগে সঠিক ওষুধ প্রয়োগে রাজ্যে শুরু সমীক্ষা

প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকটি অঞ্চলে আলাদা আলাদা, তাই এখানে আমরা বের করতে পারবো কেমন খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপন প্রয়োজন। সমীক্ষা হলে এও ধারণা হবে কোন অঞ্চলের মানুষের কম হৃদরোগ আছে এবং তার কারণ কি? কোথায় বেশি হচ্ছে এবং তার কারণ কি? সেটাই অনায়াসে ধরা পড়বে। সেই ভাবেই চিকিৎসা করা সম্ভব হবে এবং কেমন জীবনযাপন প্রয়োজন তাও আমরা মানুষকে বলতে পারব যাতে হৃদরোগ এবং হার্ট অ্যাটাককে আমরা আটকাতে পারব। এর আগে বিভিন্ন ভাবে স্কুলে স্কুলে আমরা সচেতনতা অনুষ্ঠান করেছি কিন্তু তা পুরোটাই ছিল খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো। কারণ দৃঢ়ভাবে সঠিকভাবে কিছুই আমরা জানতাম না। তবে এটি সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে পারলে সত্যিই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নতুন দিশা পাবে এবং চিকিৎসা পদ্ধতি আরও সহজ হয়ে যাবে। এও ধারণা হবে কেমন খাওয়া দাওয়া আমাদের প্রয়োজন। তাই তারা সকলের কাছে বারবার আবেদন করছে যেন সবাই ভয় না পেয়ে সাহায্য করে এই অভিনব ভাবনাকে।

মেরুকরণের ইঙ্গিত

প্রথম পাতার পর

এই অংশের এমনও অভিমত, যাদের নামে ইতিপূর্বে কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে বা রয়েছে তাদের পুনরায় মনোনয়ন না পাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল। এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বাম–কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে, সেটাও তৃণমূলকে বেগ দিতে পাবে বলে তৃণমূল কর্মী–সমর্থকদের একাংশ মনে করছে। পাশাপাশি বিজেপি এখানে তাদের প্রার্থী ইতিমধ্যে মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে। এবারের পুর নির্বাচনে এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান' লড়াই হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটা হলে বেশ কিছু পুরসভাতেই বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই জেলায় বিজেপির 'মুখ' নিয়ে কিছু সমস্যা আছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। বিজেপির পক্ষে এবারে প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব রয়েছে মুকুল রায় ঘনিষ্ঠ সব্যসাচী দত্তর উপরে। সব্যসাচী বিজেপিতে যোগদান করলেও এখনও তৃণমূল বিধায়ক পদে আছেন। আসন্ন পুর নির্বাচনে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যদি দুপুর বারোটা পর্যন্তও ভোট হয়, তাহলেও বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। তবে পরিস্থিতি বিগত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো হলে কিছু বলার নেই। কারণ পুর নির্বাচন যেহেতু রাজ্য পুলিশ দিয়েই হবে, তাই সুস্থ ভোট নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে, এটা আগাম ধরে নেওয়াই যায়।'

সিপিএমের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা নেতৃত্ব ও সিটু'র রাজ্য কমিটির সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, 'সারা দেশ জুড়ে আজ আগুন জ্বলছে, ফলে লড়াই করার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে আমাদের এখনও প্রার্থী ঠিক হয়নি। কারণ এবারে তো কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়তে হবে। তাই আগে সেটা হোক। কেননা কংগ্রেসের সঙ্গে চলার অভ্যেস তো কারও নেই। ফলে আর কয়েকটা দিন গেলে এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে।'

প্রসঙ্গত বামপন্থীদের একটা অংশ মনে করছে, বাম–কংগ্রেস জোট করে কতটা লাভ হবে এ নিয়ে সংশয় আছে। কারণ ইতিমধ্যে ভোটের লড়াইটা তৃণমূল বনাম বিজেপি এরকমই একটা মেরুকরণ হয়ে গেছে। কারণ কো–অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং–মিছিলে অনেক বামপন্থী মুখ দেখা গেলেও পোস্টাল ব্যালটের ভোটের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম। ফলে বাম–কংগ্রেসের এই জোট পুর নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে, বলে মনে করছেন তারা।

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং – WB–2019930032549) ভুলবশত আমার নাম ASGAR ALI পিতা Y ALI আছে। গত 16–12–2020 আলিপুর ১ম শ্রেণি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ASGAR ALI MOLLICK পিতা YAKUB ALI MOLLICK নামে পরিচিত হলাম। ASGAR ALI পিতা Y ALI এবং ASGAR ALI MOLLICK পিতা YAKUB ALI MOLLICK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি HASAN ALI MOLLA আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB–20 20140049884) ভুলবশত আমার বাবার নাম ASGAR ALI MOLLA আছে। গত ২১–২–২০২০ আলিপুর ১ম শ্রেণি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম ASGAR MOLLA নামে পরিচিত হল। ASGAR MOLLA পিতা IUNUS MOLLA এবংASGAR ALI MOLLA পিতা IUNUS MOLLA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি Abdul Rafik Molla আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Rafiquddin পিতা Mohiuddin আছে। গত 15–11–2019 আলিপুর ১ম শ্রেণি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে Abdul Rafik Molla পিতা Late Mahiuddin Molla নামে পরিচিত হলাম। Rafiquddin পিতা Mohiuddin এবং Abdul Rafik পিতা Late Mahiuddin এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

কর্মখালি

ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য পুররুষ এবং মহিলা প্রয়োজন

ঠিকানা : Scoretach
Shevok Road, Siliguri

যোগাযোগ : ৯০৯৩০৬২২৫২

E–TENDER INVITING NOTICE

Name of Scheme = Construction of One Storied Gram Panchayat Office Building having foundation for three Storied of Satgachia G.P. at Plot No–258, J L No.–64, Mouja – Nodakhali, P. S.– Nodakhali, Under Satgachia GP, lock–BB–II, 24 Pgs

Name of Fund	CFCG	Ref. No.	SGP/505/2020
Tender ID	2020_ZPHD_2733961	Tender Type	Open Tender
Tender Value	Rs. 38,63,124.00	Published Date	22/02/2020– 11.00 AM
Document Download Start Date	22/02/2020 – 11.00 AM	Document Download End Date	09/03/2020–3.00 P.M.
Bid Submission Start Date	22/02/2020 – 11.00 AM	Bid Submission End Date	09/03/2020 – 3.00 PM
Bid Opening Date	12/03/2020– 2.00 PM	Bid Opening Place	Satgachia G. P. Offce
EMD Amount	Rs. 20000.00	EMD Payable to :	Pradhan, Sargachia G.P.
		Payable at	Kolkata

Document Submitted
1) Sale Tax Registration Certificate
2) GST Registration Certificate
3) PAN
4) Trade License
5) Credential
6) Payment Certificate
7) Balance Sheet (2016–17), (2017–18), (2018–19)

Website Address =www.wbetender.gov.in

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF FORESTS
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
24–PARGANAS (SOUTH) DIVISION
Tele & Fax 91 (033) 2479–9032
Email–dfo24pgss.fd–wb@gov.in

Bonafied Contractors eligible for participating are requested to visit the Office of the undersigned from 25.02.2020 to 02.03.2020 regarding Tender Notice Nos:

1. 76/Maintenance of NNF/Matla/2019–20 regarding Maintenance of Nylon net Fencing under Matla Range under 24–Parganas (South) Division.
2. 77/ Maintenance of NNF/Raidighi/2019–20 regarding Maintenance of Nylon net Fencing under Raidighi Range under 24–Parganas (South) Division.
3. 78/Training/2019–20 regarding conducting two days training cum workshop on identification of Schedule I animal under 24–Parganas (South) Division.
4. 79/Training/2019–20 regarding conducting two days training cum workshop on process of interrogation and investigation of case matter under 24–Parganas (south) Division.
5. 80/Hiring of Vehicle/2019–20 regarding Hiring of Vehicle under 24–Parganas (South) Division.

Sd/–
Divisional Forest Officer
24–Parganas (South) Division

৫৬২/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২৪.০২.২০

মহানগরে

‘কেএমসি’র ব্যর্থতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অশ্রদ্ধা : মেনটেনেন্স যেখানে অন্যতম প্রধান বিষয়। তখন সেই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে গুরুত্ব না দিয়ে কলকাতা পুরসংস্থা বাসযাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি নির্মাণে ‘ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট’ (ডি পি আর) তৈরি করছে। পুর সূত্রে এমনই খবর। প্রসঙ্গত, স্থানীয় বাল্মীকি অনুরাগীদের অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করেই রামায়ণের রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে কলকাতা পুরসংস্থা বেহালা পশ্চিম বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়–এর ‘বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন’ তহবিলের অর্থে তৈরি হওয়া কলকাতা মহানগরের এমন বহু যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি আছে যেগুলিতে কোথাও যশস্বী স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির চিত্রিত মূর্তির নাক কাটা বা গলা থেকে কাটা, বসার আসন ভাঙাচোড়া, জঞ্জাল, ফাঁদ নোংরা পোস্টারের ছয়লাপ।

যে উদ্দেশ্যে তৈরি সে উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, নিয়মিত সাফসুতরো করা হবে কলকাতা মহানগরের বাস স্ট্যান্ডগুলি পুরসংস্থার জঞ্জাল দফতরকে যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরসংস্থার ‘টক টু মেয়র’ অনুষ্ঠানে দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার এক বাসিন্দা জানান, কলকাতা মহানগরের অধিকাংশ বাস স্ট্যান্ডের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তারপরেই ওই দিন জঞ্জাল অপসারণ দফতরের আধিকারিকদের এ বিষয়ে নিয়মিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন মহানাগরিক।

নীতি–আদর্শ মতের পুর ‘ভোট অন অ্যাকাউন্ট’

বরুণ মণ্ডল : ‘দি ক্যালকাটা মিউনিসিপল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০’ (পশ্চিমবঙ্গ আইন–৫৯, ১৯৮০) অনুসারে অষ্টম পুর বোর্ডের নির্বাচন আগামী এপ্রিলের মাঝামাঝি বা শেষ ভাগে। সেইসূত্রেই নীতিগত ভাবে যেটা বিশ্বাস্য হওয়া উচিত সেই পথকে অবলম্বন করেই আগামী পুর ভোটের আগে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ না করে বর্তমান পুর বোর্ড ‘ভোট–অন–অ্যাকাউন্ট’ বাজেট পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। তিনি গত ২২ ফেব্রুয়ারি আরও জানান, আগামী আর্থিক বছরের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর এই দুই ত্রৈমাসিকের জন্য ১,৯২০ কোটি ৮ লক্ষ টাকার অন্তর্বর্তীকালীন আয় ব্যয়ের এই ‘ইনটেরিম এস্টিমেট’ পেশ করলাম। তাতে আগামী অর্থবর্ষের প্রথম ছ’মাসের পুরসংস্থার বিভিন্ন দফতরের ‘অভ্যন্তরীণ উৎস’ থেকে মোট ‘রাজস্ব আয়’ এবং ‘মোট সরকারি অনুদান’ বাবদ আয় ও ‘বাজেট সংশ্লেষ (বরো ১–১৬) রাজস্ব ব্যয়ের একটি সম্ভাব্য তুলনামূলক চিত্র’ তুলে ধরা হয়েছে। মহানাগরিক বলেন, যদিও এটা বর্তমান তৃণমূল পুর বোর্ডের কাছে আইনত কোনও বাধ্যবাধকতা নয়, পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশে কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু মতাদর্শ ও নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান পুরবোর্ড, নব নির্বাচিত যে পুর বোর্ড আগামী দিনে কলকাতা পুরসংস্থায় ক্ষমতায় আসবে, তারা তাদের নীতি এবং কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তাই ২০২০–’২১ অর্থবর্ষে পূর্ণাঙ্গ বাজেট তারা তাদের মতো করে পেশ করবে।

এই দিন মহানাগরিক বর্তমান পুরবোর্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার ইতিহাসে যা কখনোই ঘটেনি, সেটি হল, ‘পুর বস্তি উন্নয়নে’ এবার রেকর্ড পরিমাণ ৩২১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ‘সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং’ দফতরে এবার ৩২৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এবং ‘আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়নে’ ৫৭ কোট ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারির বাজেটে কিন্তু

১৩৫.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব ছিল)। পার্ক, স্কোয়্যার ও আর্বান ফরেস্ট্রি (গ্রিন সিটি প্রজেক্ট) চলতি অর্থবর্ষে ২৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে (প্রসঙ্গত, এখানেও কিন্তু ৪৮.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব ছিল)। তিনি বলেন, বর্তমান পুরবোর্ড অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে, অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে কাজটা করেছে। বাজেট পাঠ শেষে মহানাগরিক সাংবাদিকদের বলেন, কলকাতার দূষণ পরিমাণকে কমাতে, কার্বনের পরিমাণকে কমাতে ‘গ্রিন সিটি প্রজেক্টে’ গাছ বেশি পরিমানে লাগানো হচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষে ‘জলাশয় সংরক্ষণ’ করা হচ্ছে। বস্তি উন্নয়নে প্রতিটি ওয়ার্ডকে এক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে তা ব্যয় করতে হবে।

তৃণমূল পুরবোর্ডের সাফল্যকে কী খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করেছে বিরোধীরা, প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক বলেন, ‘বিরোধীদের কোনও সাফল্যই নেই। তাহলে কীভাবে বিরোধীরা সাফল্যকে খাটো করে দেখাবে? বর্তমান পুরবোর্ডের সাফল্যই সাফল্য।’ কর্পোরেশন হল, শাসকপক্ষ বিরোধীপক্ষ সবাইকে নিয়েই পুর অধিবেশন।

অন্যদিকে, এ মহানগরের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, চলতি অর্থবর্ষে আয় ব্যয়ে ১৫৫.৬০ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট পেশ হয়েছিল। আবার সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ যখন পেশ হবে তখন দেখবেন আরও ১০০ কোটি টাকা ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে পরিমাণ ‘রাজস্ব আয়’ দেখানো হয়েছিল, নানা ভুল ভ্রান্তিতে তার সংগ্রহ সেভাবে হয়নি। কিন্তু নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে দু’হাত খুলে ঢালাও ব্যয় করে দিয়েছে। ফলে ‘পুর বোর্ড ইচ্ছা করলে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতেই পারতো’ এই যে কথাটা বলা হচ্ছে না, এটা একটা ভাঁওতা। কারণ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলে ঘাটতির পরিমাণ গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ গিয়ে দাঁড়াবে। তাতে পুরবাসীর মনে বর্তমান পুরবোর্ড সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হবে। সেটা যাতে না হয় সেই সূত্রেই ‘ইনটেরিম এস্টিমেট’।

২২০ জনকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে আজ ২২০ জনকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করা হল। করলেন কাউন্সিলর অনন্যা ব্যানার্জি। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বার্ধক্যভাতা এবং বিধবাভাতার জন্য সবাইকে ফর্ম ফিলাপ করালেন। এবং তার তদারকিতে ব্যাংকে সরাসরি ভাতা প্রদান করার জন্য Indian Overseas Bank এর আধিকারিকরা অফিসে এসে Bank Account খুলে দিলেন।

তিনি জানালেন, সবকটি ভাতার দরখাস্তই পুরসভা গ্রহণ করছে। এই অনুষ্ঠানের পর দাঁড়িয়ে থেকে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের দুপুরের খাবারের ব্যাবস্থা করেন। অনন্যা ব্যানার্জী জানালেন, সকলের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হতে পেরে ভাল লাগল যে বিপিএল নং সবাই পেলেন । বিপিএল নম্বর সবাই পেলেন,আরো খুশি হব সেদিন যেদিন সরকার প্রদত্ত সুবিধাগুলি আমার ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পাবেন।

ইউএসজিতে ব্যাথার উৎস সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স হলেই চিন্তা বাড়ে ব্যাথা বেদনার আর হাঁটুতে ব্যাথা বা আর্থারাইটিস এখন ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে শুধু বয়স্ক নয় প্রায় সকলেরই। বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা চলে হাঁটু ব্যথা ঘাড়ে ব্যাথার মতো ব্যাথার চিকিৎসা। কিন্তু ব্যাথার উৎস সন্ধানে আলট্রাসোনোগ্রাফির দ্বারা বোঝার চেষ্টায় সফল হয়েছেন ডাক্তাররা উৎস খুঁজে চলছে চিকিৎসা। এই আলট্রাসোনোগ্রাফি দিয়েই কিভাবে ব্যাথার উৎস সন্ধান করা যায় এবং আরও কিভাবে নতুন প্রযুক্তিগত চিকিৎসার ব্যবহার করা যায় সেই নিয়েই

এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি। তাতে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ, নেপালের ডাক্তারেরাও। কর্মশালাটি আয়োজন করেছিল ‘দরদীয়া পেন রিলিফ সেন্টার’ বা ‘দরদীয়া নার্সিংহোম’। কর্মশালার ফাঁকে ডাঃ গৌতম দাস, ডাঃ চিন্ময় রায়, ডাঃ দেবজ্যোতি দত্ত, ডাঃ আর. গুরুমূর্তি, ডাঃ দীপশ্রী ভট্টাচার্য, ডাঃ মায়াঙ্ক চসোরিয়া এবং ডাঃ হরসতা সুরাঙ্গী সাংবাদিকদের জানান, আলট্রা সোনোগ্রাফির মাধ্যমে এখন যে ব্যাথার উৎস পাওয়া যাচ্ছে এবং তার চিকিৎসার কারণে অনেকটাই অপারেশনের ঝঞ্ঝাটে যেতে হচ্ছে না। বিভিন্ন ভাবে ইনজেকশন এবং ওষুধের দ্বারা সেই ব্যাথা নির্মূল করা যাচ্ছে। যদিও তারা বলেন, একটা বয়সের পর ওষুধ এবং ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ব্যাথা দূর কররা যায় সাময়িকভাবে পুরোপুরি নির্মূল হওয়া সম্ভব পর নয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচও অনেকটাই কম লাগছে। তবে কি রকম এবং কিসের জন্য ব্যাথা তা ধরা পড়লেই তাতে খরচের ব্যয় নির্ভর করে।

৬ মার্চে প্রকাশ ভোটার তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে ‘সংক্ষিপ্ত সংশোধিত ভোটার তালিকা’ প্রকাশের দিনক্ষণ আবার পিছোল। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি আলিপুরস্থিত ‘ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন সেকশনে’র তরখে এডিএম (ইলেকশন) এক বিজ্ঞপ্তি (মেমো নং : ১৫৯(৯)/ইলেক.) দিয়ে জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার (জেলার ২৫টি ও কলকাতার ৬টি বিধানসভা ক্ষেত্র) সংশোধিত ভোটার তালিকা আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে আগামী ৬ মার্চ, শুক্রবার প্রকাশিত হবে। ভোটার তালিকার ‘বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী’ হলেও এবার বিশেষ কতকগুলি কারণের জন্যই নতুন ভোটার, বিবিধ সংশোধন এবং বিয়োজন মিলিয়ে প্রায় ১১ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ফলে এতো বিশাল পরিমাণ আবেদন পত্রের ভুলত্রুটি শুধরোতে একটু বেশি সময় লাগছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে কলকাতা পুর এলাকা রয়েছে কসবা (১৪৯) বিধানসভা ক্ষেত্রের ৬৬–৬৭, ৯১–৯২ ও ১০৭–১০৮ নম্বর ওয়ার্ড; যাদবপুর (১৫০) বিধানসভা কেন্দ্রের ৯৬, ৯৯, ১০১–১০৬ ও ১০৯–১১০ নম্বর ওয়ার্ড; টালিগঞ্জের (১৫২) ৯৪–৯৫, ৯৭–৯৮, ১০০ ও ১১১–১১৪; বেহালা পূর্বের (১৫৩) ১১৫–১১৭, ১২০–১২৪ ও ১৪২–১৪৪; বেহালা পশ্চিমের (১৫৪) ১১৮–১১৯ ও ১২৫–১৩২ এবং মেটিয়াবুরুজের (১৫৭) ১৩৬–১৪১ নম্বর ওয়ার্ড। প্রসঙ্গত, নব প্রকাশিত এই সংশোধিত ভোটার তালিকা ধরেই এবারের কলকাতা পুর ভোট করার কথা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের।

শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৫ তম জন্মতিথিতে শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীমা সারদার ইচ্ছায় ১৯২০ সালের ১৭ নভেম্বর কালীঘাটের সন্নিকটে গঙ্গার তীরে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে রামকৃষ্ণ মঠ,গদাধর আশ্রম গড়ে ওঠে। দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এই আশ্রমের শতবর্ষের আলোকে এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ১৮৫ তম জন্মতিথি উপলক্ষে এক বিরাট শোভাযাত্রা বেরোলো দক্ষিণ কলকাতায়। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গদাধর আশ্রম থেকে শুরু করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হাজরা রোড হয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ফের আশ্রমে এসে শেষ হয় ।শোভাযাত্রার শুরুতে ছিল রথ। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ে থেকে বয়স্ক মানুষরাও শ্রী রামকৃষ্ণ ও মা সারদার বিভিন্ন বাণী লেখা পোস্টার নিয়ে শোভাযাত্রায় পা মেলান। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অমলাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, ২০২০ সালের ১৭ নভেম্বর আশ্রমের শতবর্ষের পূর্তি অনুষ্ঠান হবে। তার আগে এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে তারা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদার আদর্শ ও বানী সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি ছড়িয়ে দিতে চান।

পোষ্য প্রীতি : দাঁইহাটে অভূতপূর্ব ডগ–শো থেকে জনসচেতনতার বার্তা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : প্রভূভক্ত প্রাণীর কথা উঠলেই কুকুরের নাম সবার আগে সকলের মনে পড়ে যায়। সেই’যে মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথে সঙ্গী হয়েছিল কুকুর; যুগ যুগ ধরে এই চারপেয়ে জীব সর্বত্র কারণে অকারণে নিঃস্বার্থভাবেই মানবজাতির সেবা করে চলেছে। তা সত্বেও একশ্রেণির মানুষের কাছে আজও কুকুর একটা ঘৃণ্য জীব রপেই পরিগণিত হয়। এনারা নিকৃষ্ট মানসিকতা পোষণ করার কারণে কুকুরের প্রতি পাশবিক আচরণও করে থাকেন। যদিও হিংসা আর স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ এই সমাজ থেকে এধরনের মানসিকতাকে দূর করতে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিকে দিকে পোষ্য প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদটা আজও অনুভব করেন ব্যতিক্রমী ভাবধারার কিছু মানুষজন।

এমনই কিছু চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেল রাজ্য রাজধানী থেকে বহুদূরের এক ছোট্ট শহর দাঁইহাটে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অনুন্নত এই শহরের পাতাইহাটে বসেছিল ডগ–শো’র আসর। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পেট ওনার্স ক্লাবের পরিচালনায় ও পাতাইহাট সেবা সংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত এই ডগ–শো’র মাধ্যমে শত শত মানুষ পোষ্য প্রীতির পাশাপাশি হরেক প্রজাতির কুকুরের আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও নানাবিধ দক্ষতাকে দিনভর চাক্ষুষ করে অভিভূত হল। পূর্ব বর্ধমানের সুবিস্তীর্ণ কাটোয়া মহকুমার বুকে প্রথমবার আয়োজিত এই ডগ–শো’য়ে পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার পোষ্য প্রেমীরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। এনাদের অনেকেরই সঙ্গে হরেক রং এবং প্রজাতির পোষ্য কুকুর ছিল। এই পোষ্যদের নিয়েই প্রদর্শনীর আয়োজন। এদিনের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী অর্ধশতাধিক পোষ্যদের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে নানাবিধ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণের নিরিখে বাছাই সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় অসুস্থ পথকুকুরদের নিয়ে অসামান্য কাজ করা একাধিক মহিলা সহ ১৫ জনকে এদিন বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

এদিনের ডগ–শো থেকেই

সাধারণ মানুষের উদ্দেশে রাস্তার কুকুর, বিড়াল সহ বিভিন্ন পশুপাখির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও সহানুভূতিশীল আচরণ করার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়। প্রদর্শনীর শুরুতেই আয়োজিত অনুষ্ঠানে পেট ওনার্স ক্লাবের সভাপতি দেবীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ও সম্পাদক প্রসেনজিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বক্তব্যে বাস্তুতন্ত্রের নিরিখে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে পশুপাখিদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পাতাইহাট সেবা সংঘের সভাপতি পরেশ চন্দ্র ঘোষ, দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল, কাউন্সিলর সমর চক্রবর্তী প্রমুখ তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পোষ্য সহ সকল পশুপাখির প্রতি সাধারণ মানুষকে দায়িত্বশীল ও সচেতন ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান। এধরণের ডগ–শোর মাধ্যমে মানুষজন পোষ্যদের পরিচর্যা সম্পর্কিত অনেক কিছুই জানতে ও শিখতে পারে বলে উদ্যোক্তারা মত প্রকাশ করেছেন।

৩০০ বছরের প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ঘিরে আজও রহস্য, পুজিত হয় সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রহস্যে ঘেরা প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ।আনুমানিক প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই অশ্বত্থবৃক্ষ অবস্থিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধুষ্যিত পুকুরপাড়া গ্রামে। ১৯৮৬ সালের সাইক্লোন ঝড়, ২০০৯ আয়লা কিংবা ২০১৯–এর ফণী, বুলবুল ঝড় দাপট দেখালে গ্রামের বড় বড় গাছপালা ভেঙে ক্ষয়ক্ষতি হলেও প্রাচীন এই অশ্বত্থ গাছের গায়ে কোন আঁচ কাটতে পারেনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই অশ্বত্থবৃক্ষ ঘিরে আজও গ্রামের মানুষজন পূজোয় মেতে ওঠেন। জমায়েত হন বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ। বিগত প্রায় ১২০ বছর আগেই বাসন্তীর এই পুকুরপাড়া গ্রামে ওলাউঠা (ডাইরিয়া) ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সেই সময় প্রত্যন্ত এই এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা বলতেই কিছুই ছিল না। গ্রামের মধ্যে ওলাউঠার দাপটে এক সপ্তাহের মধ্যে ৩২ জন মারা যায়। যার মধ্যে ২০ জন ছিলেন মহিলা। সমগ্র গ্রামে কান্নার রোল ওঠে। কে কাকে শশ্মানে নিয়ে যাবে এমন প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ মানুষের মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল ওলাউঠাতে মৃত্যু হলে সেই মৃতদেহকে ছোঁয়া মানে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হবেই। অগত্যা তৎকালীন গ্রামের মোড়লদের কথামতো নদীর ধারে, খালপাড় কিংবা মাঠের মধ্যে মৃতদেহগুলি পুঁতে ফেলেন পরিবারের লোকজন। এর পর ও ওলাউঠা মহামারী আকার ধারণ করে। ধারাবাহিকভাবে গ্রামের মধ্যে মড়ক শুরু হয়। এক সপ্তাহে ৩২ জনের মৃত্যুর পরও আবার মড়ক শুরু হওয়ায় প্রমাদ গোণে পাড়ার মোড়ল মাতব্বরেরা। গ্রামের সকল বাসিন্দাদের নিয়ে গ্রামের প্রাচীন অশ্বত্থগাছের নীচে

বসে মিটিং। মিটিং চলাকালীন অশ্বত্থ গাছের নীচেই ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এক মহিলা। সকলেই ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। ভয়ের পাশাপাশি গ্রামের মোড়ল মাতব্বরাও অন্যত্র পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকেন। এরপর গ্রামে প্রায় প্রতিদিনই ওলাউঠায় মড়ক শুরু হয়। এরপর পাড়ার বিশিষ্ট মোড়ল মাতব্বর গোবিন্দ বৈরাগী, গিরীশ মাঝি, শর অধিকারী, নকুল সরদার, নিতাই বৈরাগী, সন্ন্যাসী বৈরাগী, কাঙালী সরদার, অমূল্য সরদার, গুপীনাথ সরদার, ধীরেন অধিকারী, শচীন্দ্র সরদার সহ একাধিক মানুষজন স্থানীয় প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ সংলগ্ন পুকুরে স্নান করে অশ্বত্থ গাছের নীচে গ্রামে শান্তির জন্য মানত করেন।

পাশাপাশি পুকুরপাড়া গ্রামের সকল গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে দেবতাকে তুষ্ট করার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন। শুরু হয় অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে পুজো দেওয়ার তোড়জোড়। দুইদিন ধরে নিরামিষ ভোজন সহ অরন্ধন পালিত হয় সমগ্র গ্রামে। পুজোর পরই গ্রামে ওলাউঠা একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়। শান্তিতেই বসবাস শুরু করেন গ্রামবাসরী। কিছুকাল পর দুঃর্ভিক্ষের জন্য বছরদুই এই পুজো বন্ধ হয়ে যায়। আবার গ্রামের মধ্যে অশুভ ঘটনা ঘটতে শুরু করে। পরপর ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়ে গ্রামে শুরু হয় মড়ক। আবারও গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করেন গ্রামের মানুষজন পুজো করেন প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষকে।

এলাকার প্রবীণ মানুষজনের মতে এটাই চুনাখালি তথা বাসন্তী ব্লকের প্রাচীনতম অশ্বত্থবৃক্ষ। আর সেই অতীতের রীতিনীতি অনুযায়ী গ্রাম তথা এলাকার মঙ্গলের জন্য উঁচু নীচু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসাথে মিলিত হয়ে পুজো করেন প্রাচীন এই অশ্বত্থবৃক্ষকে। অনুষ্ঠিত হয় যজ্ঞ, নাম সংকীর্তন এমন কি ধূনা পোড়ানো থেকে দন্ডী কাটাও।

চিরাচরিত প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী দুই দিনে সেই পুজো শেষ হল মঙ্গলবার রাতে। অশ্বত্থ বৃক্ষ পুজো প্রসঙ্গে এলাকার বর্তমান প্রজন্মের বাসিন্দা দেবাশিস বৈরাগী প্রদীপ সরদার, রাম সরদার, স্নেহাশীষ বৈরাগী, রবীন সরদার, বিমল অধিকারী, বিশ্বনাথ সরদার, চিরঞ্জিত সরদাররা বলেন পুর্বপুরুষদের স্মৃতি মন্থন করে হাসিমুখে ঈশ্বরের সেবা সহ দরিদ্র নারায়ণ সেবার কাজে নিযোজিত হই। আজও আমরা সকলে এই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নীচে মিলিত হয়ে পুজো দিয়ে থাকি গ্রামের মঙ্গল কামনায়।

মাঙ্গলিকী

কোচবিহারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কোচবিহার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী বর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে রবিবার সকালে কোচবিহার সদর গভর্মেন্ট হাইস্কুলে আয়োজিত হল কোচবিহার সদর মহকুমা স্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার। বিভিন্ন বিভাগে প্রায় হাজার খানেক পড়ুয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, বিতর্ক, নাটক সহ অন্যান্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশততম উদযাপন কমিটির সম্পাদক সজল কুমার দে বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সচেতনতামূলক চিন্তাভাবনাকে বর্তমান যুগের ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মহকুমা পর্যায়, জেলা পর্যায় এবং পরবর্তীতে এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান রাজ্য পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, আগামী ৮ মার্চ জেলা স্তরে এই প্রতিযোগিতা হবে। সেখানকার সফল প্রতিযোগীরা রাজ্য স্তরে যাবে। আগামী এপ্রিল মাসে হবে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা। বিদ্যাসাগরের ২০০ বছর উপলক্ষে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার সূচনা হয় গত ২৬ সেপ্টেম্বর। আগামী দিনে বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন দিক নিয়ে সেমিনার হবে বলে জানান সজল কুমার দে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদযাপন কমিটির সভাপতি আশিস সিংহ রায়, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তারিণী রায়, বিশিষ্ট শিক্ষক মলয় কান্তি দে সহ কর্মকর্তা জীবন দে, তৈলু ওঁরাও প্রমুখ।

স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুক্রবার দুপুরে কুলতলি ব্লকের জামতলা ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল সারাদিন ধরে। এদিন প্রদীপ জ্বেলে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কুলতলির বিডিও বিপ্রতীম বসাক, ওসি সুমন দাস, ব্লক ভূমি রাজস্ব আধিকারিক হরিসাধন নস্কর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল, স্কুল প্রতিনিধি রফিকুল জমাদার, কুলতলি ব্লক হাসপাতালের অন্বেষা কাউন্সিলর সুপর্ণা কণ্ঠ, স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি গোপাল মাঝি, অর্জুন কৃষ্ণ বায়েন সহ আরও অনেকে। নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক সহ একাধিক অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। স্কুলের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। সারা দিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। এটি ছিল চোখে পড়ার মতো।

দিনহাটায় ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: দিনহাটা ১ নং ব্লকের ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয় শনিবার। এদিন দুপুরে দিনহাটা ১ নং ব্লকের হরিরহাটের গিতালদহ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ওই ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একদিনের ওই প্রতিযোগিতা দুটি ভাগে অনুষ্ঠিত হয় দড়িয়া ও চটকা। একদিনের ওই প্রতিযোগিতায় দেড়শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন ওই ব্লক পর্যায়ের ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ ও কনফেডের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা ১ নং বিডিও শৌভিক চন্দ, মন্ত্রীর প্রতিনিধি বিষ্ণুব্রত বর্মন, দিনহাটা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মফিজুল হক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নূর আলোম হোসেন সহ অন্যান্যরা। ব্লক স্তরে যারা বিজয়ী হবেন তারা রাজ্য স্তরে অংশ গ্রহণ করবেন।

বাহক সম্প্রদায়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাহক সম্প্রদায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বাওয়ালী কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সারা বাংলা আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই ও নাট্য ব্যক্তিত্ব শুভাশিস খামারু। আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতার পর শুরু হয় গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দৈনিক কাগজ বিক্রেতা প্রবীণ ললিত মোহন দাস, রাজ্যস্তরে ছাত্র–যুব উৎসবে আবৃত্তিতে প্রথম পৌলমী বাগ ও বাঁশিতে দ্বিতীয় প্রিয়াংশু মাইতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সদস্যা শিখা রায় এবং প্রবীণ শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। শেষে ছিল বাহক সম্প্রদায়ের একাঙ্ক নাটক সত্যম শিবম সুন্দরম। বাহক সম্প্রদায়ের পক্ষে সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী ও সম্পাদক শ্যাম সুন্দর গাঙ্গুলি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিউড়ি কলেজে মহাজাগরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে'র তত্ত্বাবধানে সিউড়ি প্রভাত জ্যোতির্ময়ী কলেজের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় সোমবার কলেজে অনুষ্ঠিত হলো শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মহাজাগরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে'র শেফালী দিদি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিবরাত্রির আসল মহিমা ও শিববাবার মহাজাগরণ, আমরা যে পর্ব,তিথি পালন করি তার আধ্যাত্মিক ব্যাখা করেন। অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখা করেন কলেজ সম্পাদক লচমন বন্দোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে সকলের জন্য দুপুরে আহারের ব্যাবস্থা ছিলো। অনুষ্ঠান প্রেক্ষাগৃহ ছিলো পরিপূর্ণ।

খুশির হাওয়ায় মাতলো তপন

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নির্মল হাসির ফোয়ারা ছুটলো লোককৃষ্টির নবতম প্রযোজনা 'পুনরায় রুবি রায়' নাটকে। কাহিনী : জিৎ সত্রাগ্নি, নির্দেশনায় ফাল্গুনী চ্যাটার্জী।

প্রথমেই বলে রাখি সাহিত্য সবসময় ব্যাকরণ নির্ভর নয়, কিন্তু নাটকের কিছু ব্যাকরণগত দিক আছে। প্রধানত গতিবেগ (Action), সংঘাত (Conflict), আকস্মিকতা (Unexpectation), নাট্যোৎকণ্ঠা (Suspense), নাট্যশ্লেষ (Dramatic Irony), কাহিনি (Plot), চরিত্রসৃষ্টি (Characterisation), সংলাপ (Dialogue) এরপরে যোগ হয় হাস্যরস (Humar), বাগবৈদগ্ধ (wit), ব্যঙ্গরস (Satire) এবং কৌতুক রস। এই চার প্রকার রসের সমাহার।

একজন সফল নির্দেশককে এতোগুলো উপাদানকে মাথায় রেখে নাটকটি প্রয়োগ করতে হয়। আসলে নির্দেশককে একটু অতি মাত্রায় অসাধারণ হতেই হয়। তাকে নিরন্তর পড়াশুনা চালিয়ে যেতেই হয়। কারণ নাট্য জাহাজের তিনিই ক্যাপ্টেন। মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ রমাটন সাহেবের কথায় নাট্য নির্দেশক মাত্রেই, তিনি একজন সমাজ বিজ্ঞানী।

দর্শকের কথা ভেবেই একই নাটকে এমন কি ট্র্যাজেডির মধ্যেও লঘু ও হাস্যরসাত্মক চরিত্র কিংবা ঘটনা এনে নাট্যকারগণ কমিক রিলিফের ব্যবস্থা করেন।

নাট্যকার কমেডির জগতে একটা জটিল উদ্বেগ ভরা সংকটের সৃষ্টি করেন, তারপরে সেই সঙ্কটজাল ছিন্ন করে মেঘমুক্ত আলোর মতো হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দর্শকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে চলেন। কারণ কমেডি–লেখক জীবনকে অত তলিয়ে দেখতে চান না। একটু হাসির মেলা, একটু খুশির খেলা নিয়েই তার কারবার। তার কাছে জীবন বড় সহজ, বড় হালকা। প্রভাতের রক্তিমছটা বা ক্ষণস্থায়ী ফুলের মৃদু গন্ধের মতো। তাই কমেডি নাটক ঘটনাশ্রয়ী চরিত্রাশ্রয়ী নয়। নাটকের শ্রোতা এখন যথেষ্ট পরিণত, তাই হাস্যরসের স্থূল রূপ এখন আর প্রাধান্য পায় না, সুক্ষ্ম রূপই এখড় সর্বত্র চালিত হচ্ছে।

দর্শক সমাজকে নির্মল হাস্যরসে আপ্লুত করার কাজটি খুবই দুরূহ ব্যাপার। এই দুরূহ কাজটি নিরলস চেষ্টায় সফল করে দেখালেন নির্দেশক ফাল্গুনী চ্যাটার্জী।

নাটকটি মোটেই ননসেন্স ড্রামা গোত্রীয় নয়। এই নাটক বলিষ্ঠভাবে এ কথাই বলতে চেয়েছে যে যন্ত্রমানব তা সে যতই মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হোক না কেন সে তো দম দেওয়া কলের পুতুল বই তো নয়, সে কখনই মানুষের বিকল্প হতে পারে না। মানুষকে টিকে থাকতে গেলে মানুষের দিকেই হাত বাড়াতে হবে। এটাই রিয়ালিটি।

সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার পলাশ অত্যন্ত মেধাবী। রোবট নিয়ে গবেষণা করতে বিদেশে পাড়ি দিয়েও অর্থাভাবে শেষ করতে পারেনি। ফলত দেশে ফিরে এসে কলকাতায় চাকরি নেয় এবং

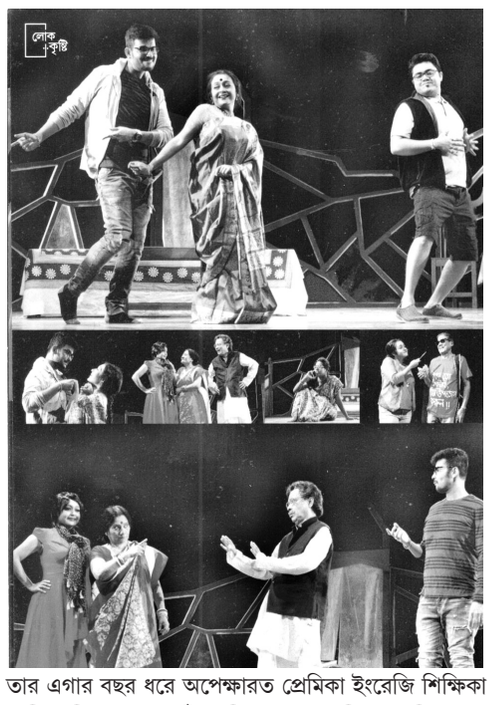

তার এগার বছর ধরে অপেক্ষারত প্রেমিকা ইংরেজি শিক্ষিকা বেবিকে বিয়ে করে ঘর বাঁধে। কিন্তু কোন চাকরিতে সে থিতু হতে পারে না, বারবার চাকরি ছাড়ে। কারণ তার স্বপ্নটা সে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনও। বেবি পলাশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও ওর এই খামখেয়ালিপনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই হঠাৎ আমেরিকার একটি রোবট কোম্পানি কলকাতায় একটি উইং খোলে এবং যথারীতি পলাশ তার বহুলালিত স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে ওই কোম্পানিতে যোগ দেয়। কথাটা স্ত্রী বেবিকে গোপন রাখে। পলাশ ভাবে ওদের বিবাহ বার্ষিকির দিন বেবিকে সারপ্রাইজ দেবে।

কিন্তু কাজের চাপে বিবাহ বাষিকীর দিন সময় মতো পলাশ আসতে পারে না। পলাশের অনুপস্থিতি বেবিকে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। একটি চিরকূট লিখে চরম অভিমানে বেবি বাপের বাড়ি চলে যায়। জানিয়ে যায় যদি সে বুঝতে পারে সে ভুল করেছে তবে সে নিজেই ফিরে আসবে।

পলাশ এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে। সে গবেষণায় মনপ্রাণ ঢেলে দেয় এবং তার সফলতা আসে। তার গবেষণায় যন্ত্রমানবী মানবিক গুণ সম্পন্না রোবট হয়ে ওঠে। রোবটটিকে পলাশ স্ত্রী বেবির হুবহু আদলে তৈরি করে। দেখতে সে একেবারে বেবির মতো। অফিসের অনুমতি নিয়ে সে রোবট বা যন্ত্রমানবীকে বাড়ি নিয়ে আসে এবং সবাইকে পরিচয়ে দেয় ওর স্ত্রী বেবির যমজ বোন রুবি, বিদেশ থেকে অর্থাৎ আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে। এরপরই শুরু হয় রঙ্গরসের আনাগোনা। নানা উদ্ভট কাণ্ড কারাখানায় দর্শককূল একেবারে মাত। কথায় বলে জমে ক্ষীর। রুবির কণ্ঠে মেম বাঙালির কণ্ঠস্বরে কথা–গান–আচার–ব্যবহারে দর্শক একেবারে মাত। এমন কি পলাশের বাবা মা বিশ্বাস করে নেয় এ সত্যিই বেবির বোন রুবি। এখন বেবির কি হবে? হ্যাঁ! এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। সেটা জানতে গেলে নাটকটা একবার দেখতে হবেই। জিৎসত্রাগ্নীর রচনা ফাল্গুনী চ্যাটার্জির প্রয়োগ কৌশল এবং বেবি ও রুবি দ্বৈত চরিত্রে মোনালিসা চ্যাটার্জির অনবদ্য অভিনয়ের একেবারে ত্রিবেণী সঙ্গম।

মোনালিসা আমাকে ঘাড় ঘোড়াতে দেয়নি। সারাটা মঞ্চ যেন দাপিয়ে বেড়ালো। মোনালিসা ধীরে ধীরে ওর জাত চিনিয়ে দিচ্ছে।

পলাশ চরিত্রে স্নেহেন্দু দেওয়ানজী সপ্রতিভ এবং সাবলিল। ও চরিত্রটা ধরতে পেরেছে এবং তাই চরিত্রাভিনেতা হিসাবে ওর সার্থকতা প্রমাণ করতে পেরেছে। ওর ভবিষ্যৎ আছে। আর মোনালিসার কথা আগেই বলেছি। সবচেয়ে ভাল লাগে বোকা বাক্সের আকর্ষণ ওকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। সান্যাল কাকু চরিত্রে নিকুঞ্জ সরকার এবং কমলা চরিত্রে অনিশা মজুমদার বেশ ভালো। এরা দুজনেই দর্শকের রিলিফের কাজটাও করেছে।

এছাড়া নাটকের প্রয়োজনে আরো দুচারটি চরিত্র এসেছে। যেমন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, পলাশের বন্ধু পিকলু চরিত্রে শম্পায়ন লাহিড়ি, অরিজিৎ, আরতি, চন্দনা কাজ চালিয়ে দিয়েছে। একটি মাত্র দৃশ্যে ফাল্গুনী চ্যাটার্জী এবং রুমকি চ্যাটার্জী মাত করে দিয়েছেন।

ফাল্গুনীদার অভিনয় দেখে আমার মনে হয়েছে নিরন্তর কর্মব্যস্ততা এতোটুকু কেড়ে নিতে পারেনি ফাল্গুনীদার অন্তঃসলিল সূক্ষ্ম রস বোধের ফল্গু ধারাকে। অসামান্য দক্ষতায় নাটকটি সুষ্ঠ প্রয়োগ করে দেখালেন। এই ধরনের নাটক সফল করতে যেমন চাই কাহিনীর বাঁধুনি ও বুনোট, শানিত সংলাপ এবং প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও দুরলক্ষ বিদ্রুপ। তেমনি চাই অনন্য প্রয়োগ কুশলতা।

বলতে কোন দ্বিধা নেই ফাল্গুনীদা শতকরা আশি শতাংশ সফল। পরিশেষে বলতে চাই অহেতুক লজিকের অবতারণা করে নাট্যরসকে শুকিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। নাটকটা এভবেই চলুক। কারণ কমেডি নাটকে জীবনের বহিরাবরণই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়, অন্তর জগৎ নয়। তাই কমেডি ঘটনার জটিল ও সুকৌশলী সমাবেশের উপরই কমেডির উৎকর্ষ নির্ভর করে। উপসংহারে জানাই নাটকটি দেখতে দেখতে বহু বছর আগে রেডিও নাটক 'ধীমান' এর কথা বিশেষ করে মনে পড়ছিল। বিষয়টা একই, আঙ্গীকটা আলাদা ছিল।

ফাল্গুনীদার কাছে এবার একটা পিরিয়ড ড্রামা, রামায়ণ বা মহাভারত থেকে নেওয়া কোনও উপস্থাপনা দেখতে চাই।

নাটক : পুনরায় রুবি রায়
রচনা : জিৎ সত্রাগ্নি
প্রযোজনা : লোককৃষ্টি
নির্দেশনা : ফাল্গুনী চ্যাটার্জী

ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যাল কো–অপারেটিভের স্বর্ণালী সন্ধ্যা

মলয় সুর : ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ কো–অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড পক্ষ থেকে শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুটি পর্বে সাজানো এই অনুষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে যথাক্রমে ছন্দশ্রী মহিলা দ্বারা পরিচালিত গিটার শিক্ষা কেন্দ্রের শিল্পীদের দিয়ে শুরু হয় প্রথম ভাগের অনুষ্ঠান। এই পর্বে ছন্দশ্রীর মহিলা শিল্পীরা পুরানো দিনের জনপ্রিয় গানগুলি গিটার বাদনে সুন্দর মেলবন্ধনে শুনতে ভাল লাগে। সত্যম শিবম সুন্দরম, ওগো কাজল নয়না হরিণী, সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী। এতে ৯টি গিটার বাদনে গান মনোমুগ্ধকর পরিরবেশনাটি শ্রোতাদের মন জয় করে। মহিলা শিল্পীরা হলেন লক্ষ্মীদাস চ্যাটার্জী, সুমিতা সিনহা, দেবাঞ্জলী চক্রবর্তী ভট্টাচার্য। এনাদের যন্ত্রসঙ্গীতে সঙ্গত করেন পার্কাসনে স্বর্ণ চ্যাটার্জী, হাওয়াই গিটারে স্বর্ণাভ মিত্র, কিপ্যাডে শিশির দাস। পরের নিবেদন ছিল উদীয়মান শিল্পী কৃতিকা চক্রবর্তী। তিনি পুরনো ও নতুন দিনের আধুনিক গান পরিবেশন করেন। তিনি শোনালেন, 'এসো আলো, এতো হে তোমায় সুস্বাগতম, সত্যম শিবম সুন্দরম, আমার সারাটা দিন মেঘলা আকাশ। তখন মন অন্যরকম ভাল লাগায় ভরে উঠল। কৃতিকার কণ্ঠ ও গায়কীর মাধুর্য শ্রোতারা উপভোগ করলেন এক মনোরম সন্ধ্যা। সর্বশেষ বড় মাপের গায়ক মনোময় ভট্টাচার্যকে আবার চন্দননগরে আনার জন্য আয়োজক সংস্তাকে ধন্যবাদ। তার গাওয়া গানগুলি প্রতিটি ছিল শ্রুতিমধুর। এদিন ভদ্রেশ্বর কো–অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি সদস্যদের মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী, বর্তমান সভাপতি তপন সাহা, সম্পাদক নাওয়াজ আখতার আনসারি, আধিকারিক প্রদীপ কুমার আচার্য, ডিরেক্টর সদস্য অশোক গাঙ্গুলি ও তপন সাহা বললেন, ১৯৯৩ সালের জুন মাসে ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যাল কো–অপারেটিভ পথ চলা শুরু করে। সেই সময় ৩০০ জন কর্মচারী ১০ টাকা চাঁদা গ্রহণযোগ্য ছিল। বর্তমানে কেবল মাত্র স্থায়ী কর্মচারীদের ৮১০ টাকা সদস্য পদ নিতে লাগছে। এখন সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন রয়েছে। সেইদিনের কর্মচারীদের টালমাটাল অনিশ্চয়তা এখন মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণ সঞ্চালনায় স্মৃতা গুপ্ত বিশ্বাস অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি খড়দহ 'কোলাজ কালচারাল ফোরাম–এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে 'গুণীজন সংবর্ধনা' অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও বিজ্ঞানী ড. সিদ্ধার্থ মজুমদার, কবি অনুপম দাস শর্মা প্রমুখ। কোন্নগর ছান্দিক শিশুশিল্পী কর্তৃক আবৃত্তি কোলাজ বিবেক বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। গুণীজনদের মধ্যে স্মারক দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কবি সুপ্রতীম ভৌমিক, পাঁচুগোপাল হাজরা, সোমেন বসু, অরুণ ঘোষ, পার্থ সাহা, সোমা মুখোপাধ্যায়, দেবযানী ঘোষ, গৌরী বিশ্বাস, জয়ন্তী নাথ, প্রণতি সাহা প্রমুখকে। সংস্থার সম্পাদক দীপংকর সোম এবং কবি মানস চক্রবর্তীর সুন্দর সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠান বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

একটি ডাক্তারের করুণ কাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিকিৎসক ও রোগীর সেবার সম্পর্কের মধ্যে কখনও কখনও আবেগ ঢুকে পড়লেও এই ধরনের করুণ কাহিনী এই প্রথম বলে দাবি করেন কলকাতার স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কৌশিক রায়চৌধুরীর। সত্য ঘটনা অবলম্বনে তার লেখা নাটক 'একটি ডাক্তারের করুণ কাহিনী' মঞ্চস্থ হল গত ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তর কলকাতাস্থিত গিরিশ মঞ্চে। পরিচালক ও নাট্যকার অরুণ কুমার সরকারের সুদক্ষ পরিচালনায়, গ্রিন অ্যামেচার গ্রুপের কলাকুশলীদের সাবলীল অভিনয়ে গল্পটি যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। যদিও ডা. রায়চৌধুরীর সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা গল্পগুলি ছায়াছবি ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবারও মঞ্চে তার ব্যতিক্রম হল না।

মাতৃভাষা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ ফেব্রুয়ারি গোবরডাঙা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে গোবরডাঙা রেল স্টেশন সংলগ্ন ময়দানে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বিজনকান্তি নন্দী। পৌরপ্রধান সুভাষ দত্তের লেখা বক্তব্য পাঠ করে শোনান পবিত্র মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম সম্পাদক)। এছাড়া প্রাক্তন সভাপতি গোবিন্দ মণ্ডল মাতৃভাষা উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

সংগীত পরিবেশন করেন ড. প্রসন্ন সাহা (শিক্ষক), শিল্পী শুভ আচার্য্য (শিক্ষক), কল্পনা পাল, শিশুশিল্পী গৌরব দত্ত প্রমুখ। বাংলাদেশের শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকারের প্রবন্ধ পাঠ ও কোরাস কবিতা আবৃত্তিতে শিল্পী সাধনা মজুমদার, রুমা সাহা এবং সুরজিৎ রায় বিশেষ প্রশংসনীয়। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি স্বপনকুমার বালা, নবকুমার বিশ্বাস, হলধর সরকার, সুজয় বিশ্বাস। ভাষা শহিদদের প্রতি বাঁশি বাজিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন শিক্ষক নন্দদুলাল বসু এবং স্মৃতি তর্পণ করেন শিক্ষক অজয় ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর সঞ্চালনা করেন শিল্পাঞ্জলির কর্ণধার মলয় বিশ্বাস এবং সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক জয়দেব মুখোপাধ্যায়।

শাস্ত্রীয় আবহে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন কালচারাল ফেস্টিভাল। দেশ বিদেশের শিল্পীদের নিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের মনোজ্ঞ সন্ধ্যা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

শুরুতে শিশু শিল্পীদের নিয়ে সমবেত নৃত্য– যা দেবী সর্বভূতেষু দিয়ে আসর বন্দনা হয়। এরপর শ্রীলঙ্কার নৃত্য শিল্পী ধনুষ্কা ওয়াসিরার ধ্রুপদী নৃত্য সকলের মন কেড়ে নেয়। মণিপুরী নৃত্যে সুদীপ ঘোষ ছিলেন বেশ সাবলীল। কত্থক নৃত্যে অনুরেখা ঘোষ তালের বিভিন্ন বোলকে ভেঙে যেভাবে পরিবেশন করলেন তা খুবই উপভোগ্য ছিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দমদমের পুরপ্রধান সুবোধ চক্রবর্তী, আচার্য গোপাল ক্ষেত্রী, সাধিকা খনা মা, নৃত্যশিল্পী সুধা দত্ত, সুখেন মজুমদার প্রমুখ। এদিন শিল্পী, কবি, ভাস্কর, শিক্ষক, সমাজসেবী সমাজের নানা বিভাগের কৃতিদের উদ্‌ঘাটন সম্মানে ভূষিত করা হয়। উত্তর দমদমের পুরপ্রধান সুবোধ চক্রবর্তীকে 'সেরা কাজের মানুষ' হিসাবে সংবর্ধিত করা হয়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

কোচবিহারে শিক্ষক ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: সংগঠনের শতবর্ষ উদযাপন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কোচবিহার জেলা কমিটি আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করলেন রাজ্য বিধানসভার বামফ্রন্টের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। এদিন ক্রিকেট পিচে রীতিমতো ব্যাট হাতে এই খেলার সূচনা করেন তিনি। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী অনন্ত রায়, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তারিণী রায়, জেলার প্রাক্তন ক্রিকেটার সমরেন্দ্র তরফদার, প্রণব গুহ, কোচবিহার জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অখিল প্রামানিক প্রমুখ।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কোচবিহার জেলা সম্পাদক সুজিত দাস এদিন বলেন, গোটা রাজ্য জুড়ে সংগঠনের শতবর্ষ উদযাপন কর্মসূচি চলছে। চলতি মাসের ৬তারিখ রাজ্য সহ কোচবিহার জেলার মহকুমা স্তরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে উদযাপন কর্মসূচি শুরু হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে এ মাসের ৯ তারিখ থেকে সংগঠনের এই জেলার ১৪টি আঞ্চলিক শাখার মধ্যে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয় এ মাসের ৯ তারিখ। ২১ফেব্রুয়ারি ছিল তার সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলা। এদিন এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় পরস্পর মুখোমুখি হয় সংগঠনের তুফানগঞ্জ আঞ্চলিক শাখা এবং দিনহাটা পশ্চিম আঞ্চলিক শাখা। জয়ী হয় দিনহাটা পশ্চিম আঞ্চলিক শাখা।

রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: দীর্ঘ তিন বছর পর কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় ১৬ দলীয় ক্লাব স্তরের সিনিয়র লিগ কাম নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে। দীর্ঘদিন ধরেই ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পদ নিয়ে আদালতে টালবাহানা চলছিল। ফলে এক প্রকার ক্রীড়াপ্রেমী জনতা বঞ্চিত হচ্ছিলেন কোচবিহারে। শনিবার কৃষ্ণ বর্মন এর নেতৃত্বে এবং কোচবিহার পুরসভার পুর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দীর্ঘ তিন বছর পর ১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন হল রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু বর্মন বলেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থা মাঠের বাইরে থেকে বিভিন্ন খেলা পরিচালনা করলেও দীর্ঘদিন মামলা আদালতে চলার ফলে মাঠে প্রবেশ করে খেলা পরিচালনা করতে পারছিলেন না। শনিবার দীর্ঘ তিন বছর বাদে এই সিনিয়র কাম নকআউট টুর্নামেন্ট করতে পেরে স্বভাবতই খুশি তিনি। তিনি বলেন, রাজনীতি ভুলে সকলে মাঠে আসুন এই আবেদন সকলের কাছে।

এই প্রসঙ্গে পুরপতি তথা কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি ভূষণ সিং বলেন, রাজনীতি ভুলে সকলকে নিয়ে মাঠে নতুন ভাবে আবার খেলা শুরু করার এই উদ্যোগে তিনি সকলকে পাশে আহ্বান করেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খেলাধুলায় যথেষ্ট আগ্রহী এবং সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতেই তাদের এই উদ্যোগ।

খেলা শুরুর পূর্বে দুই দলের খেলোয়াড়ের সাথে পরিচিত হন পুরপতি। ৩১ ম্যাচ বিশিষ্ট এই নকআউট টুর্নামেন্ট আগামী একমাস ধরে অনুষ্ঠিত হবে এই রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে। বিজয়ী দল ১২০০০ টাকা এবং রানার্স দল ৬০০০ টাকা পুরস্কার পাবেন বলে জানান বিষ্ণু বর্মন। দীর্ঘ দিন বাদে মাঠে খেলার পরিবেশ দেখে স্বভাবতই আপ্লুত কোচবিহারের আপামর ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১২ ফেব্রুয়ারি রাজগ্রাম এসআরআর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। প্রত্যেক ক্লাসের মেধাবী ছাত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। ছাত্রীদের হাতের আঁকা ও হাতের কাজের জিনিস প্রদর্শনীতে রাখা ছিলো। প্রধানশিক্ষিকা হাসিনাবুল ফেরদৌস,স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি আফতাব আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি সেরাজুল ইসলাম খান,রাজগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান নজফুল শেখ,রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক গোপাল মিত্র,ব্রজগোপাল ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

জিমন্যাস্ট প্রণতির প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরের প্রদীপ দাস ও রুমা দাসের মেয়ে প্রণতি দাস জিমন্যাস্টিকে বিশ্বের দরবারে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ২০০১ সালে জয়নগরের শ্রী কৃষ্ণ প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময়ই সৃজনী সংঘের গৌতম মুখার্জ্জীর নজরে আসে প্রণতি। কারণ, সেখানে প্রণতির বড় দাদা প্রতীপ অনুশীলন করতো।মায়ের ইচ্ছা ও দাদার জিমনেশিয়াম দেখে তার পথচলা শুরু হয়। প্রণতি জানালেন, জয়নগর গার্লস স্কুলে পড়া চলাকালীন পড়ে গিয়ে বাম হাত জখম হয়। সময়টা ছিলো ২০০৫ সাল।২০০৫-০৭ অবধি অনুশীলন বন্ধ হয়ে যায় আমার। সৃজনী সংঘের উদ্যোগে ২০০৮ সালে সল্টলেকের সাই তে যাবার সুযোগ পাই। এর পরে যথারীতি অনুশীলন চলে গৌতম মুখার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে। ২০১৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়ান গেমস ও স্কটল্যান্ডের গ্লাসকোয় কমনওয়েলথগেমস, চিনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০১৫সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই। গত বছর অস্টেলিয়ার কমনওয়েলথ গেমসেও অংশ নিই। প্রণতি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ২ বর্ষের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে খেলাধূলার স্বীকৃতি স্বরূপ পূর্বরেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে চাকরি পায়।একাধিকে পড়াশোনা, চাকরি ও অন্যদিকে জিমনাস্টিক, সবই চালাচ্ছে এই তরুণী। তাঁর এই কাজে খুশী জয়নগর তথা জেলার মানুষ।

জয় দোরগড়াতে আত্মতুষ্ট নয় বাগান

অরিঞ্জয় মিত্র

ঘরের মাঠে যে চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে মোহনবাগান ২-৪ হেরেছিল তাদেরই গোয়ার মাঠে উড়িয়ে দিল মোহনবাগান। বাবা দিওয়ারা, নওরেমদের দাপটে ৩-০ পেল মোহন ব্রিগেড। একই সঙ্গে ফিরতি লিগ শেষ হওয়ার বেশ কয়েক ধাপ আগেই চ্যাম্পিয়নের মুকুট প্রায় চড়ে বসেছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। যদিও বাগানের স্প্যানিশ কোচ ভিকু মোটেই কোনওরকম আত্মতুষ্টির শিকার হতে রাজি নয়। তাঁর সাফ কথা, এখনও অনেক পথ চলা বাকি। সব ম্যাচ জেতার অভ্যেস গড়ে তোলাটাই এখন মূল লক্ষ্য। কোনওভাবেই পচা শামুকে যেন পা না কাটে সেদিকেও বেজায় সতর্ক ভিকুনা।

এর আগে পাহাড়েও বড় জয় পেয়েছে মোহনবাগান। কাশ্মীরে হিমাঙ্কে নেমে আসা তাপমাত্রায় মোহনবাগান ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল কাশ্মীরকে। কাশ্মীরের মাটিতে এমন হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় বাগান নিরঙ্কুশ জয় পেয়েই প্রথমবারের জন্য উঠে এসেছিল আই লিগের শীর্ষস্থানে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে জায়গাটা নিয়ে জোরদার লড়াই চলছিল চার্চিল ব্রাদার্স ও অপর বড় প্রধান ইস্টবেঙ্গলের। চার্চিল এখন গ্রুপ টেবিলে তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল তলিয়ে গিয়েছে অনেক নিচে। আপাতত অবনমন আতঙ্ক কাটানোই লাল-হলুদ শিবিরের মূল লক্ষ্য। সেদিক থেকে বাগান অনেকটা ভালো জায়গায় উঠে এলেও কোচ কিবু সাফ জানাচ্ছেন শীর্ষে থাকা নিয়ে দল যেন আত্মতুষ্ট না হয়। তিনি এও বলেছেন মোহনবাগান যে মানের খেলা তুলে ধরতে পারে তার থেকে এখনও অনেকটাই কম হয়েছে পারফরমেন্স। আরও উন্নতি করা দরকার বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে দলের নতুন বিদেশিরা যে অতি দ্রুত সবুজ মেরুন সাজঘরের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে তার প্রমাণ মিলছে মোহনবাগানের একের পর এক ভালো খেলায়। এই মুহূর্তে আই লিগের যে অবস্থান তাতে মোহনবাগানকে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে চার্চিল ব্রাদার্স পঞ্জাব এফসি, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলগুলিও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় রয়েছে।

ভারতীয় ফুটবলের মক্কা বাংলা হলেও মাঝে একটা বিশাল সময় ধরে এদেশের ফুটবলে আধিপত্য মেলে ধরে গোয়া। তার পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি দলও সমানে সমানে টক্কর দিতে শুরু করে কলকাতার ঐতিহ্যশালী ক্লাবগুলিকে। এমন যখন পরিস্থিতি তখন ঘুরে দাঁড়াবার অনেক প্রচেষ্টা চালায় কলকাতার তারকা ক্লাবগুলি। কিন্তু কোনওভাবে গোয়ার দাপটের সঙ্গে তারা পেরে উঠছিল না। কালের নিয়মে গত ৪-৫ বছর ধরে ভাঁটা এসেছে গোয়ার ফুটবলে। কিন্তু গোয়ার সূর্য ডুবল মানে কলকাতার গোড়াপত্তন তা কিন্তু হচ্ছে না মোটেই। বরং কলকাতার সাধের আই লিগ, ফেডারেশন কাপ সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ভাগিদার হিসেবে আবির্ভাব ঘটে বেঙ্গালুরু এফসির। কলকাতার দুই প্রধানের সামনে দিয়ে অভিষেকের মাত্র কিছুদিন পরেই ড্যাং ড্যাং করে আই লিগ নিয়ে ঘরে তোলে বেঙ্গালুরু। একবার মাত্র বেঙ্গালুরুর রথ এর মধ্যে আটকাতে সক্ষম হয়েছিল বাগান। কিন্তু তারপর যেই কে সেই। যদিও সেই বেঙ্গালুরু গিয়ে মিশেছে ভারতীয় ফুটবলের হালফিলের মূলস্রোত আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সকার লিগে। এটিকের সঙ্গে মেলবন্ধনের ফলে আগামী বছর আই লিগে আর হয়তো দেখা যাবে না শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগানকেও। তারাও মিশবে সেই আইএসএল অববাহিকায়। তার আগে শেষবারের আই লিগ জেতা নিশ্চিতভাবে সবুজ মেরুনের পক্ষে বিশাল ব্যাপার। সেক্ষেত্রে যেটা দাঁড়াতে চলেছে তা হল আই লিগে একমাত্র ঐতিহ্যের গাজন গেয়ে টিকে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান নেই, মহমেডান স্পোর্টিং মৃতপ্রায়। এমতাবস্থায় কলকাতার তিন প্রধানের সেই গরিমা আর থাকবে না। চলে যাবে মিউজিয়ামের সংরক্ষণাগারে। একটাই আশার কথা ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টও যদি বাস্তবমুখী হয়ে আইএসএলে শামিল হয় তবেই সর্বোচ্চ মানের তকমা পাবে এই টুর্নামেন্ট। কারণ, এই মুহূর্তে দাড়িয়েও মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের যে জনসমর্থন তা আর কারো নেই । ধারে কাছে আসতে পারবে না অন্যদের সমর্থন বা সদস্য-সমর্থকের সংখ্যা।এর মধ্যে আবার ফুটবলের রঙ্গমঞ্চে আগমন ঘটেছে আইজল এফসির মতো মতো পাহাড়ি দল। এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার মণিপুরের দল নেরোকা ও লাজং এফসিও এসে গিয়েছে ফুটবল রণক্ষেত্রে। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে গতবার দুর্বল টিম পাঞ্জাব মিনার্ভা আই লিগ টেবলে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় । আবির্ভাব লগ্ন থেকেই দারুণ পারফরমেন্স মেলে ধরছে চেন্নাই ও কাশ্মীরের দলগুলি।

বাগানের নতুন বিদেশিরাও যেভাবে দ্রুত সবুজ মেরুন আবহের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠছে তাও নিঃসন্দেহে উৎসাহ বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। এই পঠভূমিকায় দাঁড়িয়ে তাই মোহনবাগান সমর্থকরা বুকভরা উদ্দীপনা নিয়ে যে আই লিগের আশা করছেন তা যথেষ্ট সঙ্গত। এই মুহূর্তে দেশের ফুটবল জুড়ে একটা ভালো জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়ান সকার লিগ বা আইএসএল। আগামীতে হয়তো এই মূলস্রোতে মিশবে কলকাতার দুই প্রধান। আইএসএলে যেসব টিম খেলে, যেসব বিদেশি তাদের হয়ে মাঠে নামে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জন্য মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে আরও শক্তিশালী দল গড়তে হবে। আনতে হবে উন্নত মানের বিদেশি। এর জন্য বাজেট যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। অন্তত নিজেদের মান রাখতে হলে ভালো টিম গড়তে হবেই। ভালো ফাইনান্সার পেতে হবে সর্বাগ্রে। এইসব বাধা কাটিয়ে এগোতে পারলে তবেই কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ফের জোয়ার আসবে। এটা মনে রাখা দরকার কলকাতার দুই প্রধানের (এমনকি মহমেডানেরও) যে সমর্থক সংখ্যা তা ভারতে আর কোনও টিমের নেই। বেঙ্গালুরু-আইজল এরা ভারতীয় ফুটবলের নবতম তারা। কলকাতার ফুটবল এগোলে এরাও আপসে-আপ নাম করবে, কামাল করবে সার্বিকভাবে।

ভারতীয় দলের ক্রমোন্নতি ও র‍্যাঙ্কিংয়ে একশোর ওপর উঠে আসার সঙ্গে তাল দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেন ফুটবলের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটতে শুরু করেছে জোরদারভাবে। এটা নিশ্চিতভাবে ভারতের ফুটবলের পক্ষে ইতিবাচক দিক। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল (মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি রাজ্য) উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, দিল্লি, কাশ্মীর, পশ্চিমে গোয়া, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে ফুটবলের এহেন প্রসার শুধু ইতিবাচক নয়, নয়া দিগন্তের উন্মোচনও করছে বটে।

কিন্তু তার মধ্যে একটা জিনিস অবশ্য ঠিক দেশে যাদের ফুটবল সমর্থন সব থেকে বেশি সেই কলকাতাই যেন পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশ। যা মোটেই ভালো চিত্র বহন করছে না। এমনিতে আইএসএল নিয়ে চাপে থাকা কলকাতার ফুটবল তথা গড়ের মাঠের সংস্কৃতি এতে কিছুটা হলেও অবক্ষয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

যা মোটেই শহর তথা রাজ্যের তামাম ফুটবল ভক্তের পক্ষে মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। সেজন্যই দরকার এবারের আই লিগ অন্তত পক্ষে কলকাতায় আসার। সে মোহন হোক আর ইস্টবেঙ্গল শিবির যে কোনও একটা জায়গায় এই ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় ট্রফি শোভা পাওয়া বিশেষ জরুরি। তাহলে কলার তুলে অন্তত বলা যাবে, দেখো দেখো, বাংলার ফুটবল কিন্তু এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করছে। তারপর আই লিগের কক্ষপথ ছেড়ে আইএসএলেও অনেক কিছু প্রমাণ করার তাগিদ থেকে যাচ্ছে। মোটের কথা বাংলার ফুটবলের গরিমা ফিরে পাওয়ার জন্য এবারের আই লিগের মঞ্চ এক বিশাল পরীক্ষার জায়গা।

অনূর্দ্ধ ১৭ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সময় কলকাতা ময়দানে ফুটবলের সাপ্লাই লাইন বলতে পরিচিত ছিল হাওড়া, হুগলি ও দুই চব্বিশ পরগনা। গত সাত-আট দশকের সেই উন্মাদনা আজ হয়তো স্তিমিত। কিন্তু এখনও কলকাতা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটু শহরতলি বা মফঃস্বলে পৌঁছালে দেখা যায় ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা আজও রয়েছে। যেমন হুগলির পাণ্ডুয়াতে। একসময় এখান থেকে সৈয়দ রহিম নবী, ঝন্টু মণ্ডল, কার্তিক কিসকু প্রমুখরা উঠে এসেছেন। রবিবাসরীয় (২৩ ফেব্রুয়ারি) পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাদেমির উদ্যোগে ২০ তম অনূর্দ্ধ ১৭ একমাস ব্যাপী আমন্ত্রণমূলক স্বর্গীয় শংকর দত্ত স্মৃতি উইনার্স ও অশোক কুমার হালদার রানার্স ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এই ১৬ দলীয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাদেমি ও নদিয়া গাংনাপুর ফুটবল কোচিং সেন্টার মুখোমুখি হয়। খেলার প্রথমার্ধে দু'দলই গোলশূন্য থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে নদিয়ার গাংনাপুর দলে সজীব রায় দুরন্ত একটি গোল করেন। সেই গোল শোধের সুযোগ পেয়েছিলেন পাণ্ডুয়া আকাদেমির ছেলেরা। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেন। এই ম্যাচ জিতল গাংনাপুর ১-০ গোলে, জয়ের সুবাদে গাংনাপুর ফুটবল আকাদেমি চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে। তাদের চ্যাম্পিয়নশিপের সদৃশ্য ট্রফি ও নগদ পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। অন্যদিকে রানার্স পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাদেমি দলের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এদিন ফাইনালে পুরস্কারের ছড়াছড়ি ছিল। ফাইনালে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নদিয়া গাংনাপুর ফুটবল আকাদেমির স্টপার অঙ্কন ভট্টাচার্য, ওই আকাদেমির সেরা গোলকিপার হন প্রসূন ধর, ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট ও সর্বোচ্চ গোলদাতা পাণ্ডুয়া আকাদেমির আকাশ সোরেন, জৌগ্রাম ফুটবল সেন্টার ফেয়ার প্লে ট্রফি পান। এই ফুটবল ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান প্রশিক্ষক মুরারী শূর। এখানকার ফুটবল ক্যাম্পের প্রাণপুরুষ যার হাত ধরে প্রচুর খেলোয়াড় ময়দানে সুনাম অর্জন করেছেন। অতীত দিনের প্রাক্তন ফুটবলার স্বরূপ দাস, কার্তিক কিসকু, সিপিএমের বিধায়ক আমজাদ হোসেন, সমাজসেবী বাদশা আলম। এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করে তুলতে যাদের প্রয়াস অতুলনীয় তারা হলেন যুগ্ম ক্লাব সম্পাদক বাবু নন্দী ও অশোক শী, সভাপতি বাসুদেব রানা, মানস চক্রবর্তী প্রমুখ।

বাংলায় ব্যাডমিন্টন আকাদেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলার প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন দিকে। পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। বহু দিকের খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে ভারতকে। ব্যাডমিন্টনেও সাড়া জাগাচ্ছে বাংলা। বাঙালি হয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত। বহু খাতে বা ক্রীড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খরচা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অথচ ব্যাডমিন্টনের প্রসার ঘটানোর জন্য এতদিনেও কোনও নিজস্ব আকাদেমি গড়ে তুলতে পারে নি বাংলায়। তবে এবার সেই দুঃখের অবসান ঘটাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন। আনন্দের সঙ্গে কর্তারা জানান, হাতে পায়ে ধরে অন্য রাজ্যের আকাদেমির কাছে অনুনয় বিনয় করতে হবে না। বাংলার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়েরা আর এক বছরের মধ্যেই উপহার পাবে নিজস্ব আকাদেমির। সত্যিই আনন্দ সংবাদ। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'... এই পন্থাতেই আজ সফল পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন। ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন তারা। এদিন সংস্থার সভাপতি উষানাথ ব্যানার্জী, সম্পাদক শেখরচন্দ্র বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের যুব ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা বিনোদ কুমার, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ জহর দাস এবং ক্রীড়াবিদ দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে পাঁচজন তরুণ প্রতিভাবান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন অঙ্কিত মণ্ডল, যে ইন্দোনেশিয়ায় ইস্ট জাভা এবং জুনিয়র এবিসি-তে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এছাড়াও সে ভুবনেশ্বরে হওয়া আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছে। আদিত্য মণ্ডল এবং সৈকত ব্যানার্জী ইন্দোনেশিয়ায় অনূর্ধ্ব ১৭ এবিসি জুনিয়রে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। উৎসভা পালিত মায়নমারে হওয়া এবিসি চ্যাম্পিয়নে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এখন সে নেদারল্যান্ড এবং জার্মানিতে ভারতের হয়ে খেলতে গেছে। এছাড়াও ছিল সৌম্যদীপ চক্রবর্তী যে অনূর্ধ্ব ১৬ আন্তরাষ্ট্রীয় ডেফ জুনিয়র ও সাব জুনিয়রে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করে জিতে এসেছে। এই দুই খুদেকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী এবং ১০ হাজার করে প্রত্যেক তুলে দেন এই সংস্থা। সংস্থার সম্পাদক বলেন, বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত এলাকায় খেলোয়াড়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদেরকে ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে আমরা নিয়ে আসছি এবং তারা ভারতেকে প্রতিনিধিত্ব করছে এটা সত্যিই আনন্দের। ২০১০ থেকে আমাদের কাজ আরও তৎপরতার সঙ্গে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন জেলার ছেলে মেয়েরা বেশি এগিয়ে আসছে এবং সফল হচ্ছে। এবছর ৩ থেকে ৬ মার্চ সিনিয়র স্টেট র‍্যাঙ্কিং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হবে রায়পুর ক্লাবে গড়িয়ার রামগড়ে।

ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে ৪৪ জন খেলোয়াড়কে যারা অনূর্ধ্ব ৯, ১১, ১৩, ১৫ এই রকম ছেলেমেয়েদেরকে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাসের মাধ্যমে যাতে তারা আন্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খেলতে পারে এমনটাই জানান সংস্থা সভাপতি। তবে আকাদেমি যত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করবে ততই ভালো হবে বাংলার ব্যাডমিন্টনের ভবিষ্যৎ।

ভারতী সংঘের নক্ আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার ভারতী সংঘ আয়োজন করেছিল ৪১তম বর্ষের নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। মানিক চন্দ্র বাড়ুই স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রফি উইনার্স এবং রাধাপদ মণ্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রফি রানার্সে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত খেলায় ঠাকুরপুকুর ফুটবল ওয়েলফেয়ার কোচিং সেন্টার ২-০ গোলে বাওয়ালী সূর্য সংঘকে পরাজিত করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন রায়, ডাঃ তরুণ রায় এবং ক্রীড়া প্রেমী সুশীল বাড়ুই প্রমুখ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9830294992 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com